

তাদরীস

প্রতিষ্ঠাতা ও চিরস্থায়ী মুতাওয়াজ্জী

“ওয়াজ্জীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহর” চিরস্থায়ী সাইয়িদ ও ইমাম আমর ও আমাদের প্রানের মামদু সাইয়িদিনা, মুরশিদুনা, হাবীবিনা, শাফীয়া, তাজিদার-ই-বাংলা, সাইয়িদুল আউলিয়া ওয়াল মাজাহিবীন, সিরাজুল আইম্বাহ, ইজাদ-ই-আহলিস সুন্নাহ, মুরশিদ-ই-আযম, মুজাদ্দিদ-ই-আলফি আউয়াল, শাসুল আরিফীন, নকশা-ই-নবী, নকশা-ই-মোহাম্মদ, নকশা-ই-রাসুল আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহসূফী খাজা শায়খ

সাইয়িদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজ্জীহ উল্লাহ (ডবল টাইটেল, অল-ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, রিসার্চ-স্কলার, ডক্টোরেট, অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর তফসীর, মাদরাসা-ই-আলীয়া, বক্শি বাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ)

সভাপতি

শাহ সূফী সাইয়িদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ উল্লাহ হাসেমী ওয়াজ্জীহ মুহাম্মদী

মহাসচিব ও অর্থ সম্পাদক

শাহ সূফী আবুল খায়ির জাহিদ হাসান শাকির হাসেমী ওয়াজ্জীহ মুহাম্মদী

সহ-সভাপতি

শাহ সূফী আবুল খায়ির ফারুক আহমেদ হাসেমী ওয়াজ্জীহ মুহাম্মদী

সার্বিক সহযোগিতা ও গবেষণা এবং তথ্যপ্রযুক্তি

যোগাযোগ মন্ত্রণালয় পরিচালক

শাহ সূফী আবুল খায়ির হাসিবুল হাসান হাসেমী ওয়াজ্জীহ মুহাম্মদী

প্রচার সম্পাদক

শাহ সূফী আবুল খায়ির মাহমুদুল হাসান রনো হাসেমী ওয়াজ্জীহ মুহাম্মদী

উপদেষ্টামন্ডলী

ওয়াজ্জীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহর দরবার শরীফের সকল

মুরীদ-ভক্ত, আশিক-জাকির

সূচীপত্র

❀ তফসীর-ই-ওয়াজ্জীহ-----৬
❀ শান-ই-রিসালাত -----১৩
❀ খাছাইছ-ই-ছুলা -----১৫
❀ কিতাবুস-সিদক-----১৫
❀ নকশা-ই-নবী -----১৬
❀ আবু বকর সিদ্দীকের ফযীলত --১৭
❀ জ্ঞান অর্জনের ফযীলত -----১৭
❀ সাহাবায়ে কিরামের রাসূল-ই-পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীদারের আকাঙ্ক্ষা -----১৮
❀ শবে মেরাজ -----২০
❀ দিওয়ান-ই-হাসেমী-----৩৮

তাদরীসের মূলনীতিঃ

তাদরীস তথা ওয়াজ্জীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরীক্বাহর মূলনীতি হল এই যে, আমরা আমাদের প্রাণের আকা, তাজিদার-ই-মদীনাহ, সরকার-ই-দু'আলম, নূর-ই-মুজাহ্‌হাম, হাবীব-ই-কিবরীয়া, সাইয়িদিনা হুজুরে পরনূর ﷺ এর শান ও মান তুলে ধরার জন্য, মুর্শিদ ক্ববলার শান ও মান তুলে ধরার জন্য সকল পয়াস গ্রহণ করব। আমাদের সকল লেখাই হবে শান-ই-রিসালাত ও শান-ই-বিলয়াত এর প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ আমাদের তওফীক দান করুন! আমীন।

প্রকাশনায়

প্রকাশনা বিভাগ- হাসেমী'স রিসার্চ একাডেমি

পরিবেশনায়

ওয়াজ্জীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ইন্টেলিজেন্ট

শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ

ফোনঃ ০১৫৩৭০২২২৪৬, ০১৭৭১৯৬১১৮

E-mail: hashemisresearchfoundation@yahoo.com

❀ হাদিয়াঃ ১৫ টাকা ❀

➤ **প্রতিষ্ঠাতা মুতাওয়াল্লি :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর” চিরস্থায়ী ইমাম আমার ও আমাদের প্রানের মামদু সাইয়্যিদিনা, মুরশিদুনী, হাবীবিনা, শাকীয়িনা, তাজিদার-ই-বাংলা, সাইয়্যিদুল আউলিয়া ওয়াল মাজাহিবীন, সিরাজুল আইম্মাহ, ইজাদ-ই-আহলিস সুন্নাহ, মুরশিদ-ই-আযম, মুজাদ্দিদ-ই-আলফি আউয়াল, শাসুল আরিফীন, নকশা-ই-নবী, নকশা-ই-মোহাম্মদ, নকশা-ই-রাসুল আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহসূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ আল-ফরুকী, আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, ইসলামাবাদী, চট্টগ্রামী, ত্রিপুরায়ী, (কুমিল্লায়ী) নানুপুরী, চাঁদপুরী, ঢাকা আহমদপুরী, শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুরী, নারায়ণগঞ্জী, মুসী, সুন্নী, হানাফী, কাদেরী, চিশতী, নকশবন্দী মুজাদ্দিদী, মোহাম্মদী (ডবল টাইটেল, অল-ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, রিসার্চ-স্কলার, ডক্টোরেট, অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর তফসীর, মাদরাসা-ই-আলীয়া, বকশি বাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ)।

➤ **মহাপরিচালক :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর” একমাত্র খলীফা, মুরশিদ-ই-মুকামিল, উস্তাজুল আছতিজা, শামসুল হুদা, নূরুল হুদা, ইমামুল আইম্মাহ, মুজাদ্দিদ-ই-ত্বরীক্বত, সিরাজুল খোলাফা, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামছুদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাগজিঃ আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, ইসলামাবাদী, চট্টগ্রামী, ত্রিপুরায়ী, (কুমিল্লায়ী) চাঁদপুরী, (সিক্ত্রপল খিলাফত, ত্রিপল টাইটেল, বি.এ, অনার্স (আরবী) এম.এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ডি.এইচ.এম. এস. ঢাকা, বাংলাদেশ) ৮/এ শাহী মঞ্জিল রাণী‘মার রওদ্দাহ শরীফ, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

➤ **প্রেসিডেন্ট :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহসূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ উল্লাহ হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, চাঁদপুরী, কুমিল্লায়ী, বি.এ, বি.এড, ডি.এস এম.এস. (প্রাক্তন সচিব পর ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়)।

➤ **ভাইস-প্রেসিডেন্ট :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” হযরত শাহসূফী আবুল খায়ির শাকীর মোহাম্মদ জাহিদ হাসান ফারুকী হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী ‘মোহাম্মদীয়া মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। ফোন ৯৩৫৬৬৮০, ০১৭১১৯৪৯১৭৯, ০১৯১১৩৬৩৫২৭।

➤ **মহাসচিব ও কোষাধ্যক্ষ :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত শাহসূফী আবুল খায়ির মোহাম্মদ ফারুক আহমদ ওয়াজীহ মোহাম্মদী ‘মোহাম্মদীয়া মঞ্জিল’

শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। ফোন ৯৩৫৬৬৮০, ০১৭১১৯৪৯১৭৯, ০১৯১১৩৬৩৫২৭।

➤ **উপ-মহাসচিব (উপ-মহাসম্পাদক) :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহসূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ হাসিব আল-হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী। বি.বি.এ, এম.বি.এ।

➤ **দাতা ও অর্থ সম্পাদক :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত শাহসূফী আবুল খায়ির মোহাম্মদ আবু সাঈদ হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী আহমদপুর (যাত্রাবাড়ি) ঢাকা। বি.বি.এ, এম.বি.এ।

➤ **প্রচার সম্পাদক :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত শাহসূফী আবুল খায়ির মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান রনী হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী

আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিল্ল্যায়ী) চাঁদপুরী, ‘শাহী মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। (ফাজিল কামিল ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয় কুষ্টিয়া বাংলাদেশ, বি.এ,অনার্স (রাষ্ট্র বিজ্ঞান) এম.এ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ) ৮/এ শাহী মঞ্জিল রাণী’মার রওছাহ শরীফ, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

➤ প্রধান উপদেষ্টাঃ “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদিয়া তুরীক্বাহুর খলীফা”, নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শাকীর বায়েজীদ হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাওজিঃ

১. “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা”, নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাগজিঃ আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিল্লায়ী) চাঁদপুরী, ‘৮/এ শাহী মজল্ল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ (ফাজিল কামিল ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয় কুষ্টিয়া বাংলাদেশ, বি.এ, অনার্স (রাষ্ট্র বিজ্ঞান) এম.এ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ)।

২. "ওয়াজাহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহ" খলীফা, নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজাহ, তাকরীর-ই-ওয়াজাহ, নকশা-ই-ওয়াজাহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ্-সূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামসুল আরেফীন সানী হাসেমী ওয়াজাহ মোহাম্মদী (মাধুজি আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিলায়) চাঁদপুরী, 'চ/এ শাহী মঞ্জিল' শাহী মহল্লা শরীফ, কুলুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ 'শাহী মঞ্জিল' শাহী মহল্লা শরীফ কতবপুর নারায়ণগঞ্জ বাংলাদেশ।

৩. "ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহ" খলীফা, নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শরফুদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাগজিঃ আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিল্লায়ী) চাদপুরী, '৮/এ শাহী মঞ্জিল' শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। '৮/এ শাহী মঞ্জিল' শাহী মহল্লা শরীফ কতবপুর নারায়ণগঞ্জ বাংলাদেশ।

৪. “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহ” একমাত্র খলীফা, মুরশিদ-ই-মুকামিল, উত্তাজুল আছাতিজা, শামসুল হুদা, নূরুল হুদা, ইমামুল আইম্মাহ, মুজাদ্দিদ-ই-তুরীক্বত, সিরাজুল খোলাফা, নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজাহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাওজিঃ আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিল্লায়ী) চাঁদপুরী, ‘৮/এ শাহী মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। ‘শাহী মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ বাংলাদেশ।

৫.প্রাক্তন প্রধান উপদেষ্টা : “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহ্” খলীফা, সাইয়্যিদুস সুহাদা, নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সুফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির শরীফ মোহাম্মদ আব্দুল কাদের হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাগজিঃ আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিল্লায়ী) টাঁদপুরী, ‘৮/এ শাহী মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। (কামিল, বি.এ.) ‘শাহী মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। ((ফাজিল কামিল ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয় কুষ্টিয়া বাংলাদেশ, বি.এ, অনার্স (রাষ্ট্র বিজ্ঞান) এম.এ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ)।

৬. প্রাক্তন উপদেষ্টা : “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদিয়া জুরীক্বাহর” খলীফা, সাইয়্যিদুস সুহাদা, নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সুফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামসল আবেদীন আওয়াল হাসেমী

ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাঃজিঃ আলী) আল-কোরাইশী, চাঁদপুরী, 'চ/এ শাহী মঞ্জিল' শাহী মহল্লা শরীফ, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিল্লায়ী) কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

প্রকাশনা ও ব্যবস্থাপনা :

“ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ইন্টেলিজেন্ট” শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

আমার মুরশিদ ক্বিবলাহু কর্তৃক আদিষ্ট ও অনুমোদিত।

নিবেদক : আমি আহ্‌কার (আমি গুনাহ্‌ গার)

গবেষণা, রচনা ও সম্পাদনা : উস্তাজুল আছতিজা হযরত মাওলানা শাহ-সুফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামছুদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (সিক্সপল খিলাফত, ত্রিপল টাইটেল, বি.এ.অনার্স (আরবী) এম.এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ডি.এইচ.এম. এস. ঢাকা, বাংলাদেশ)।

সৌজন্যে : “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহ্‌ এঁর দরবার শরীফ”, “মসজিদ-ই-নকশা-ই-নববী”, “মাদরাসা-ই-মোহাম্মদীয়া” ‘রাণী মা’র রওছাহ শরীফ, 'চ/এ শাহী মঞ্জিল' শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

প্রকাশনায় : ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ইন্টেলিজেন্ট, শাহী মহল্লা শরীফ।

প্রাপ্তিস্থান

✽ আখ্‌ফা-ই-মোহাম্মদীয়া দরবার শরীফ, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ মাদরাসা-ই-মোহাম্মদীয়া, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ ‘মসজিদ-ই-নকশা-ই-নববী’ শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ ‘চ/এ শাহী মঞ্জিল’ শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ খাদিজ মার রওছাহ শরীফ, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ শরীফের রওছাহ শরীফ, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ইন্টেলিজেন্টঃ শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ রাণী‘মা এঁর রওছাহ শরীফ, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ শাহী হোমিও ক্লিনিক, শাহী বাজার, শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ।

✽ ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহ্‌র দরবার শরীফ, ০১৯২৮৯৬৩৭১৫, ০১৬৮০০০৮৭৮৪. শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ মোহাম্মদীয়া বায়নাদী দোকান : (নাসিরুদ্দীন ভাই) ০১৭১৬৫২০৯১২. নিউ আলাউদ্দীন সুপার মার্কেট, পাগলা বাজার, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।

✽ শাহী কম্পিউটার সেন্টার : (হোসাইন ভাই) কাজী খোরশেদ প্লাজা, পাগলা বাজার, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। ০১৭৩৭৯৪১৯১৩, ০১৯২৩৮৩৭৫৪৫

✽ হযরত মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ্‌ এঁর হোমিও ক্লিনিক, হাসনাবাদ, কেরানীগঞ্জ।

✽ মেসার্স ফারুক ইঞ্জিনিয়ারিং ৭৬ পুরানা পল্টন লাইন, (বিজয় নগর) ঢাকা ১০০০।

মোহাম্মদ ফারুক আহমদ ওয়াজীহ ‘মোহাম্মদীয়া মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। ফোন ৯৩৫৬৬৮০, ০১৭১১৯৪৯১৭৯, ০১৯১১৩৩৩৫২৭

ভূমিকা

'ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ত্বরীক্বাহ'র মুখপত্র তাদরীস (تدریس) একটি গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা যা শরীয়ত ও ত্বরীক্বত বিষয়ক তথ্যনির্ভর, গবেষণামূলক মৌলিক ও অনুদিত রচনা শিক্ষার্থী, সাধারণ মানুষ, আলিম ও স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের নিকট পৌঁছে দেয়ার একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। পবিত্র কুরআন ও পবিত্র হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা ও ত্বরীক্বতের আলো সকলের নিকট পৌঁছে দেয়ার প্রয়োজন সকল সময়েই সকল সমাজে অনুভূত হয়। তাই 'ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ত্বরীক্বাহ'র উদ্যোগে হাসেমী রিসার্চ একাডেমি' এর পরিবেশনায় 'ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ইন্টেলিজেন্ট' তাদরীস (تدریس) প্রকাশ করে থাকে।

উদ্দেশ্য

শরীয়তের পাশাপাশি ত্বরীক্বতের গবেষণা ও আলোচনা দিন দিন মানুষের মধ্য থেকে উঠে যাচ্ছে। এই অবস্থা এতই প্রকট আকার ধারণ করেছে যে সাধারণ মানুষের সাথে সাথে আলেম সমাজও ত্বরীক্বত-তাছাউফ বিমুখ হয়ে যাচ্ছে। যার কারণে শরীয়তের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সমাজে মানুষ সত্যিকার ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এহেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নূরনবী ﷺ এর ফয়েয ও বরকতে ও আমাদের প্রাণের মামদূহ, আল্লাহর মাহবুব, তাজিদার-ই-বাংলা, নকশা-ই-নবী, সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ্ উল্লাহ ﷺ এর নেগাহ ও কর্মে' ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ত্বরীক্বাহ'র মুখপত্র তাদরীস (تدریس) প্রকাশ করা হচ্ছে।

সম্পাদকের বানী

দাদা হুজুর কিবলাহ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ্ উল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) এর ফয়েয ও বরকত ও হুজুর কিবলাহ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামসুদ্দীন হাসেমী (মাঃজিঃআঃ) এর নেক নজরের বরকতে তাদরীসের দশম সংখ্যা প্রকাশ হতে যাচ্ছে। এবারও ইনশাআলাহ নতুনত্ব পাবেন। আশা করছি বরাবরের মত এবারও এই নতুনত্ব পাঠকদের ভালো লাগবে। ত্বরীক্বতের স্বাদ বৃদ্ধি পাবে। তাদরীসের মাধ্যমে ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ত্বরীক্বাহর সাথে নিসবত আরও বৃদ্ধি পাবে। আলাহ আমাদের সবাইকে ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ত্বরীক্বাহর, ওয়াজীহির রাসুলের ও হুজুর কিবলাহর তাওজুহ, ফয়েয ও বরকত নসীব করেন।

আমীন!!!

-ওয়াসসালাম-

مفتاح المفاتيح من التفسير الوجي

ব্রাহ্মীর-ই-ওয়াজীহ (৫)

ওস্তাযুল আসাতিয়া, মুজাদ্দিদ-ই-তুরীকৃত, শামসুল আইম্মাহ, হযরত মাওলানা খাজা শায়খ
সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামসুদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাগজিঃআঃ)

الرحمن الرحيم

المحرم الرحيم মহান আল্লাহর اسماء الحسنی এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম মোবারক। এর মধ্যে الرحمن সিফাতী নাম মোবারক আম ভাবে العالمين এর সাথে জড়িত। বিশ্বজগতের জন্য আল্লাহ পাক الرحمن রহমান। এই জন্য আল্লাহ পাক বিশ্ব জাহানের জন্য অতি দয়াবান অতি মেহেরবান। আমভাবে জগতে সবাই সমান ভাবে আল্লাহর দয়ায়ই দিন কাল বছর সময় অতিবাহিত করছে। এখানে ধর্ম বর্ণ জাত বিজাত বৈষম্য নাই। তিনি রহমান হিসাবে সবাইকে সমান নজরে দেখেন। বিশ্ব জগতে মহান আল্লাহ সবার সাথে সবকিছুর সাথে একাকার হয়ে আছেন। বিশ্ব জাহানের সবকিছুই আল্লাহর সয়ার কারণে তার তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত।

رب العالمين হিসেবে আল্লাহ পাক الرحمن হয়েই সবাই সব অবস্থায় দয়ার নজরে বেষ্টিনি দিয়েই বাচিয়ে রাখেন। তাই আল্লাহ পাককে الدنيا رحمن বলা হয়। রবের (رب) জন্য رحمن রহমান হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই রব হওয়ার জন্য যা যা দরকার তার মধ্যে رحمن দিয়েই বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া رب কোন অবস্থায়ই رحمن হওয়া ছাড়া শোভা পায় না। একজন رب এর করণীয় যত কিছু আছে তার পূর্ণ ব্যাখ্যা رحمن হওয়ার কারণেই তার মহত্ব প্রমাণ পাওয়া যায়। কাজেই رحمن --ই رب হতে পারে তাই رب হওয়ার ক্ষেত্রে رحمن এর বিকল্প নাই। সুতরাং رحمن ছাড়া رب (রব) হতে পারে না। রবের মধ্যে الحمد لله رب العالمين প্রথম আয়াত আসমাউল হুসনাটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাই আল্লাহ পাকের মধ্যে الرحمن এর সম্পূর্ণ রূপরেখা আছে বিধায় তিনি প্রকৃত রব হতে সক্ষম। কাজেই রহমানের ধর্ম একটাই। সৃষ্টির প্রতি মমত্ববোধ প্রেম বোধ যার মধ্যে প্রেম, মমতা, স্নেহ ভালোবাসা নাই তার মধ্যে কোন রুবুবিয়াত থাকতে পারে না। তিনি রব হতে পারেন না। শাসন আর শাসন দিয়ে মালিক হওয়া যায় রব হওয়া যায় না।

হাজারো লাখো মালিক থাকতে পারে কিন্তু তারা রহমান হতে পারেন না। আর রহমান মালিকও হতে সক্ষম। একজন কঠিন মনের লোকের মধ্যে রহমানের গুণ আসতে পারে না। এক হৃদয় হীনার কাছে হৃদয়ের কী দাম আছে।

প্রেম বিনে হৃদয় হলো মরুভূমি। আল্লাহর হৃদয় তো রহমত করুণা, ক্ষমা, দয়ার আধার যার কারণে এক সাথে একই ভাবে সবাইকে দেখার মত কুদরত আছে। রহমান সব কিছু ছাড়া

দিতে পারেন। কিন্তু মালিক অনেক কিছুই ছাড় দিতে পারেন না। তাই আল্লাহ পাক রহমান হিসেবে অন্যান্য সুন্দর সুন্দর গুনগুলো রহমানের সাথে জড়িত। যেমনঃ

আল্লাহ রহমান হওয়ার কারণে সান্তার
আল্লাহ রহমান হওয়ার কারণে গাফুর
আল্লাহ রহমান হওয়ার কারণে রাজ্জাক
আল্লাহ রহমান হওয়ার কারণে কারীম
আল্লাহ রহমান হওয়ার কারণে রশীদ
আল্লাহ রহমান হওয়ার কারণে বাশীর
আল্লাহ রহমান হওয়ার কারণে হালীম
আল্লাহ রহমান হওয়ার কারণে আলীম
আল্লাহ রহমান হওয়ার কারণে ওয়াদুদ
আল্লাহ রহমান হওয়ার কারণে খাবীর
আল্লাহ রহমান হওয়ার কারণে কারীব
আল্লাহ রহমান হওয়ার কারণে মুহীত
আল্লাহ রহমান হওয়ার কারণে ক্বাদীর ইত্যাদি

الرحمن মহান আল্লাহ পাক العالمين এর সাথে জড়িত। বিশেষ করে এখানে আল্লাহ পাক الرحمن দিয়ে প্রেমের কারণে বিশ্ব জাহানের সাথে অঙ্গঙ্গিকভাবে জড়িত হয়ে আছেন, ছিলেন, থাকবেন। বিশ্বের সব কিছু তৈরী করেছেন সৃজন করেছেন সৃষ্টি করেছেন এক বিশেষ প্রেমে। এখানে আল্লাহ পাকের গভীর মা'রফত লুকিয়ে আছে। তাই আল্লাহ পাক রহমান হিসেবে প্রেম সাগরের সব প্রেম বরনা তারই জন্য রব হয়ে সেবা করছে উদ্দেশ্য একটা তার প্রিয়তম বন্ধু হযরত মোহাম্মদ এর প্রতি গভীর প্রেম প্রকাশ হলো الرحمن এর রুবুবিয়াতের সার্থকতা আমরা সবাই আল্লাহর উদ্দেশ্যের সাথে একমত।

তাই "الحمد لله رب العالمين" এই বাক্যটির মধ্যে মোট ২৪ টি বর্ণ।

الحمد এর মধ্যে ৫ টি বর্ণ। الله ২টি মিলে ৫ টি বর্ণ। العالمين এর মধ্যে ৮ টি বর্ণ। الرحمن এর মধ্যে ৬ টি বর্ণ। সব মিলে ২৪ টি বর্ণ। অর্থাৎ স্রষ্টা ও সৃষ্টি একত্রে এক কালিমা যাকে কালিমায়ে তৈয়িবা বলা হয় যেমন لا اله الا الله محمد رسول الله এর মধ্যে ২৪ টি বর্ণ।

الحمد এর সাথে আল্লাহ জড়িত রবের সাথে العالمين জড়িত। আর الحمد الرحمن ও العالمين এর সাথে জড়িত।

তাই الرحمن দিয়ে রবের পরিচয়। তেমনিভাবে রব দিয়ে العالمين এর পরিচয়।

الحمد لله رب العالمين এই বাক্যের মধ্যে ১৮ টি অক্ষর। ১৮ এর মধ্যে ২ ভাগে ভাগ করা হলে $৯+৯ = ১৮$ তার মানে এই ১৮ এর একক সংখ্যা ৯ আর ৯ সংখ্যাটি আল্লাহ ও মোহাম্মদ মিলেই ৯ প্রকাশ পেয়েছে। ১৮ বর্ণ $১/৩$ অংশ ৬ অর্থাৎ আল্লাহ পাকের কুদরত নবীজির রহমত মাখলুকের সার্বিক অধিকার চব্বানো হয়েছে।

الحمد لله رب العالمين ১৮ টি বর্ণ ১৮ হাজার সৃষ্টিজীবকে বুঝানো হয়েছে। কোন কোন তাফসীরকারক ১৮ হাজার মাখলুকাতে র সংখ্যা আছে উল্লেখ করেছেন। তাফসীরে ওয়াজীহ এর মধ্যে উল্লেখ করা হয় "الحمد لله" ১০ টি বর্ণ আর العالمين এর মধ্যে ৮ টি বর্ণ। $10 \times 8 = 80$

ইহা ৮০ থেকে ৮০ হাজার ৮০ থেকে ১৮ হাজার আলম বুঝালেও ভুল হবে না। তাতে আল্লাহর শানের খেলাফ হবে না।

যদি এখানে ৮০ হাজার আলম ধরা হয় এবং প্রতিটি আলমে ১৮ হাজার প্রাণের অস্তিত্ব ধরা হয় তখন মাখলুকাতে রহস্য উদ্ঘাটন করা সহজ হয়ে যাবে। তাই আল্লাহর শান মান সৃষ্টি কুদরত অসীম। এই জন্য এই সংখ্যা সঠিক নাও হতে পারে।

الحمد لله رب العالمين এর মূল চাবি الرحمن এর কাছে। এখানে رب -ই রহমান হিসেবে সাব্যস্ত। এই ক্ষেত্রে الرحمن এর মধ্যে ৬ টি বর্ণ। কাজেই رب এর রহমানি হাল রহমানি অবস্থা ৬ ধরনের।

যদি একটি উদাহরণ দেখানো হয় তা হলে আমরা সহজে বুঝতে পারবো। যেমনঃ

- (১) আল্লাহ পাক ছিলেন গুপ্ত রহস্যভেদ একক ও একাকী এক অবস্থায়। (২) তার মধ্যে প্রেম জাগ্রত হলো। তার ইচ্ছা হলো তার প্রেম সাগরে উত্তাল তা শুরু হলো দ্বিতীয় অবস্থা। (৩) তিনি তার নূর প্রেমের নূর মুহাব্বতী নূর দিয়ে তার একান্ত ঘনিষ্ঠ নিকটতম বন্ধু মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সৃষ্টি করার পর তৃতীয় অবস্থা (৪) তার হাবীব কে বিশ্ব জাহানে প্রকাশ করার পরিকল্পনা করে আস্বে আস্বে সৃষ্টির অন্যান্য সব কিছু সৃষ্টি করার পর চতুর্থ অবস্থা (৫) শখের বস্তু প্রেমের নিদর্শন ধ্বংস করে আবার শূন্যতা নিয়ে যাতায়াত পঞ্চম অবস্থা (৬) হাশর মিজান বেহেস্ দোযখের পর আবার একাকীওবস্থা ৬ষ্ঠ অবস্থা।

عيد এর তাহকীক

عَيْدٌ (س) عَيْدًا - عَيْدَةٌ

মুখমন্ডল বা মুখ মন্ডলকে আল্লাহ মুখী করা, সংশোধন হওয়া সতর্কতা অবলম্বন করা রীপু গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেয়া, নিজের নিফস কে কুমন্ত্রনা মূলক ধাপগুলো শায়েশ করে ঠিকঠিক করে আল্লাহর জন্য তৈরী করা।

নাদানী, পেরেশানী হতে মুক্ত হয়ে নিজের সবকিছু দিয়ে আল্লাহর দিকে রুজু করে দেয়া।

আল্লাহর অনুগত হওয়ার জন্য আল্লাহর দেয়া সমস্ত বিধি নিষেধ মনে প্রাণে মেনে নেয়া, আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালনে নিজেকে প্রস্তুত করা যাকে যে স্তরে দায়িত্ব ভার দেয়া হয়েছে তিনি তার দায়িত্ব পালন করা।

عيد এর সাথে معبود এর সুসম্পর্ক সৃষ্টি করা, মা'বুদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

يوم الدين এই আয়াতটি দিয়ে হাশরের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ملك শব্দটির অর্থ অধিপতি, রাজাধিরাজ, সম্রাট, বিশ্ব জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি, যিনি একক ভাবে নেতৃত্ব প্রদান করবেন, আল্লাহর মালিকত্বের সাথে কেউ শরীক হবেন না বুঝায়। হাশরের মালিক বলার কারণ এখানে স্রষ্টার কাছে সব সৃষ্টিই নিতান্দ্র দুর্বল, অসহায়,

গোলাম ও অপরাধী। হাশরের ময়দানে শুধু আল্লাহর কর্তৃত্বই চলবে। তাই তিনি বলেন-
 لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ "আজকের অধিপতি কে?" আবার তিনিই তার উত্তর দিয়ে ঘোষণা দিয়ে
 বলবেন: لِلّهِ الْوَاحِدِ الْفَهَّارِ আজকের অধিপতি (কঠোর ভাষায়) এককভাবে আল্লাহই। এটা
 বান্দার সতর্কতা অবলম্বনের দিকেই ইশারা করা হয়। ইবাদতকারীরা যেন সঠিকভাবে
 ইবাদত করে। অন্যথায় শাস্তির বিধানের কথা বলা হয়েছে। এখানে يوم الدين দিয়ে
 হাশরের যেহেতু আল্লাহর কর্তৃত্ব চলবে (সেই ক্ষেত্রে তার সাথে الرحيم নাম সংযোগ করা
 হয়েছে। তাই আল্লাহ পাক হলেন رحيم الآخرة "রাহিমুল আখেরাত" আল্লাহ পাকের
 আসামউল হুসনার মধ্যে مالك و رحيم ২টি সুন্দর নাম। رحيم এর সাথে مالك শব্দের
 যোগসূত্র রয়েছে। الرحيم দিয়ে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আল্লাহ মেহেরবান হবেন। সবার
 ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

কাজেই হাশরে বলা হবে وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ -মোমেন মুসলমান এককাতার
 বাতেল দল গুলো আলাদা আলাদা দলে অন্য কাতারে দাড়াও। হাশরে তিনি তাঁর বিশেষ
 ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। الرحيم مالك يوم الدين হাশরের দিন আল্লাহ পাক রাহীম নামে
 বিচার করার জন্য মালিক হবেন। হাশর নবীজির একটি লকব। তাই নবীজির উম্মতের সারি
 কাতার আলাদা দেখানোর জন্য তিনি নবীজিকে মাকামে মাহমুদ আরশের ডান পাশের
 চেয়ারে বসাবেন। হাশরের মাঠে আল্লাহ নবী সৃষ্টির সবাই এক সাথে দেখবেন। হাশরে
 আল্লাহ তাওহীদের পর্দা নবীজি উঠাবেন। আর আল্লাহ নবীজির নবুওয়াত ও রেসালাতের
 পর্দা উঠাবেন।

হাশর হলো আল্লাহ রাসূলের মধুর মিলন মেলা। হাশরের মাঠে নবীজিকে সৃষ্টির সামনে
 সরাসরি প্রমাণ করবেন এবং বলবেন ইনি আমার রাসূল তোমরা প্রাণ ভরে দেখে নাও।
 আমার বন্ধুকে নবীজিকে সৃষ্টির কাছে স্রষ্টাকে দেখাবেন এবং ঘোষণা করে বলবেন আল্লাহর
 সৃষ্টি সব তোমার স্রষ্টাকে সরাসরি দেখে নাও।

الرحيم مالك يوم الدين এতে ৪টি শব্দ রয়েছে। এর মধ্যে ১৭ টি বর্ণ রয়েছে। رحيم কে
 আলাদা করলে يوم الدين এর মধ্যে ১২ টি অক্ষর রয়েছে যা নিয়ন্ত্রক الرحيم ।
 বিশ্বজগতে নবীজির কর্তৃত্ব আল্লাহ দান কারী হিসাবে রাসূলুল্লাহ الرحمن হতে পারে। ইহাও
 আল্লাহর শান। রাসূল الرحمن للعالَمين হওয়ার কারণে রাসূল الرحمن। ইহা আল্লাহ পাকই
 নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু আখেরাতে আল্লাহ الرحيم হবেন তাও রাসূল ও তার উম্মতের
 জন্যই।

نستعين এর মূল বর্ণ عون যার তাহকীক নিম্নে দেয়া গেল-

عَوْنًا - عَوْنًا تعون - عانت

عَوْنٌ - تَعْوِينًا - وَعَاوَنَةٌ - مَعَاوَنَةٌ وَعَوَّانًا - اِعَانَةٌ (على) اَسَى

বস্তু ব্যক্তিকে সহযোগীতা করা।

খোলা মন নিয়ে প্রেম মন নিয়ে কাউকে তার যথার্থ অধিকার ফিরিয়ে দেয়া বা কারো অধিকার আদায় সহযোগীতা করার কামনা করা।

عبادة 8 প্রকারঃ

- (১) عبادة جسماني শরীরিক ইবাদত
 - (২) عبادة روحاني আত্মিক ইবাদত
 - (৩) عبادة مالی সম্পদের সৃষ্ঠ ব্যবহার সুখম বন্টনমূলক ইবাদত
 - (৪) عبادة نفسي নিয়াতের মাধ্যমে ইবাদত
- ইবাদাতে রহানী কে আবার কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন-

- ১) عبادة قلبي কলবের ইবাদত
- ২) عبادة روعي প্রেম দিয়ে ইবাদত
- ৩) عبادة صدري বক্ষের মাধ্যমে ইবাদত
- ৪) عبادة خفي গভীর থেকে আরও গভীরভাবে ইবাদতের স্বাদ গ্রহণ করা
- ৫) عبادة اخفي আল্লাহ ও রাসূল হাসিলের মানসে একমাত্র দিদারের জন্য সার্বিক পবিত্রতা রক্ষা করে ইবাদত করা।

ইবাদতে মালি যাকাত, হজ্জ, কোরবানী, সদকা, ফিতরা আদায় করে মানবতার সেবায় আগাইয়া আসার ইবাদত করা।

ইবাদতে জিসমানী সালাত, সওম, হজ্জ, ইতিকাফ তাওয়াফ ইলম চর্চা, ইলম প্রদান মোরাকাবা মোশাহাদা জুহুদ সাধনা মীলাদ কিয়াম, দুরুদ জিকির আজকার অজিফা আদায়ের মাধ্যমে ইবাদত করা। উজু গোসল স্ত্রী সহবাস আরো কত কি?

د - ب - ع শব্দটির মূল বর্ণ

ع = দিয়ে মানুষের শরীরের অটো প্রবাহিত ঝরণা ধারা।

মানব শরীরের ঝরণা ধারা প্রবাহিত করে সেচ প্রকল্প ব্যবস্থা করে চাষের ব্যবস্থা করা।

ب = মানব শরীরে লুকিয়ে থাকা একটি প্রেম সাগর, হৃদয় সাগর। পানি দিয়ে উত্তালতা বহিয়ে কারেন্ট উৎপন্ন করে সমস্ত শরীরে আলোর বন্যা আলোর পেয়ারাগুলোকে কহিনূরে পরিনত করে জীবনকে আলোয় আলোয় ভরিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাসর রজনীর ব্যবস্থা করা।

د = দলীল, বিধান, নিয়ম, নীতি, ফর্মুলা। মোহাম্মদী ফরমূলা গ্রহণ করে জীবনকে সুন্দর, সুস্থ, পেরেশানী মুক্ত স্বাধীনভাবে নিজেকে আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য তৈরী করা।

ع = এর মধ্যে

ع - দিয়ে علم বিদ্যা, জ্ঞান, হিকমত।

بر - بر - দিয়ে بر - যার অর্থ ছাওয়াব, নেক ও কর্ম মূল, কর্মকাণ্ড।

আবার بر অর্থ মানুষ, জীন। কারো মতে মানব দেহ, মন অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে বুঝানো হয়।

دلالة - دال - الدليل = রক্ত ধমনী চিশা অর্থাৎ শরীরের জীব কোষ ৩৬০ টি অঙ্গ ও তার মধ্যে অন্যসব প্রত্যঙ্গগুলোকে মোহাম্মাদীয়া ফরমূলায় জ্ঞান বুদ্ধি হিকমতের মাধ্যমে আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য প্রস্তুত করা।

এই ছাড়া عبد এর -

ع দিয়ে معین নির্ধারিত নির্দিষ্ট নিয়োগপ্রাপ্ত।

ب দিয়ে البر ও স্থল্লাগে البحر ও জলভাগে নিয়ন্ত্রন করার

د দিয়ে دلالة বুঝায় دليل নীতিমালা ফরমূলা।

তাই আল্লাহ বলেন—

أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

মানুষ আল্লাহর খলিফা আল্লাহর খেলাফতের দায়িত্ব পালনে মানুষকে এই জগতে জল ও স্থলের নিয়ন্ত্রনের দায়িত্বভার দিয়েছেন। তারা শুধু আল্লাহ নবীর নির্ধারিত ফরমূলায় নীতিমালা অনুকরন করে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠা করবে।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

আমরা শুধু তোমারই খেলাফত রক্ষার দায়িত্ব পালনে চেষ্টা করছি। তাই তোমার খেলাফতের দায়িত্ব পালনে তোমার সার্বিক সহযোগীতা একান্ত কাম্য।

عبد এর সাথে نستعين ব্যবহার এর বিশেষ দিক আলোচনার গুরুত্ব অপরিসীম।

১। বান্দা নিজের জন্য বা বান্দার ইহলৌকিক জীবনের জন্য বা দুনিয়াবী উন্নতির জন্য বা বান্দা পরকালে মুক্তির জন্য যা কিছু কর্ম করে উহাকে ইবাদত বলে। এই ক্ষেত্রে عبد এর সাথে نصر শব্দটি ব্যবহার যোগ্য।

বান্দা যখন আল্লাহর ওয়াশে বা আল্লাহকে বাজি করে নিজের জন্য বা জাতির জন্য বা দুনিয়াবী উখরুল্বী কামিয়াবী হাসিলের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চায় তখন عبد এর সাথে فتح ব্যবহার যোগ্য।

বান্দা যখন নিজের নফসে আশ্মারা বা নফসে লাওয়ামা ধ্বংসের জন্য বা ইলমে মারেফতে কামিয়াবী অর্জনের জন্য বা আত্মশুদ্ধির জন্য চেষ্টা সাধনা করতে গিয়ে আল্লাহর নিকট সাহায্য চায় তখন عبد এর সাথে فتح শব্দটি ব্যবহার যোগ্য।

বান্দা যখন আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পালনে সজাগ ও খেলাফত রক্ষার জন্য সতর্ক অ আল্লাহ ও রাসূলের দেয়া দায়িত্ব পালনে একাত্মতা প্রকাশ করে এবং আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পালনে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত খলিফা নির্বাচিত হয়ে কাজে লাগে তখন আল্লাহ ও তার প্রেমে বিভোর হয়ে তাদের দেয়া দায়িত্ব পালনে সদা কর্তব্য পরায়ন এবং তাদের কাছেই সার্বিক সহযোগীতা কামনা করে তখন عبد এর সাথে نستعين ব্যবহার প্রযোজ্য। তাই

আল্লাহ সুরা ফাতেহায় এই রূপ **عَبْدُ** এর সাথে **نَسْتَعِينُ** ব্যবহার করে প্রমাণ করলেন যে, আমার বান্দা মানুষ আমার দেয়া দায়িত্ব পালনে সদা সতর্ক ও একনিষ্ঠ কর্মী। তাই তাদের প্রতি আমার সার্বিক সহযোগীতা দিব দিচ্ছি ও দিয়েছি। এবং তাদেরকেও আমার খেলাফত রক্ষার জন্য আমার কাছে সার্বিক সহযোগীতা কামনা করার জন্য বলেছি। তারা আমার কাছে বলুক-

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

عَبْدُ এর মধ্যে **عَبْد** শব্দটি যে ভাবে যে অর্থেই ব্যবহার করা হোক না কেন প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই **عَبْد** এর সাথে **مَعْبُود** এর গভীর সুসম্পর্ক অত্যাাবশ্যক। তাছাড়া **عَبْد** এর অস্তিত্ব বলতে কিছুই থাকবে না। তাতে **مَعْبُود** এর কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভবনা একেবারেই নাই। **عَبْد**-মাবুদের ইবাদত করুক বা নাই করুক মাবুদ, মাবুদই চিরস্থায়ী হিসেবে থাকবেন আছেন ছিলেন। কিন্তু মাবুদ ছাড়া **عَبْد** এর কোন অস্তিত্বই নাই। কোনকালে ছিলও না থাকবেও না। **عَبْد** এর কাজ মাবুদের রেজামন্দি অনুযায়ী কাজ করা। কিন্তু মাবুদের আবদের রেজামন্দির প্রয়োজন হয় না। এই চিন্তাও নেহায়েত কুফুরী। এই জন্য **عَبْد** সর্বদাই **مَعْبُود** এর সাথে লিয়াজু রক্ষা করে কাজ করে। **عَبْد** এর জন্য এটি অতিব কর্তব্য।

مُرَبِّي মুরাব্বী অর্থে ব্যবহৃত **رَبِّ** বান্দাকে বলা হয়।

দলীল-

وَرَاوَدْتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

সুরা ইউসুফঃ ২৩,

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ

সুরা ইউসুফঃ ৪২,

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ

সুরা ইউসুফঃ ৫০,

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

সুরা বনী ইসরাঈলঃ ২৪।

খাদেম (خادم) অর্থে ব্যবহৃত হয় (**عَبْد**)।

দলীলঃ-

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْفِرِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

সূরা নূরঃ ৩২,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

সূরা যুমারঃ ৫৩

ইসালে সওয়াব (ওফাত প্রাপ্তদের রুহে সাওয়াব পৌছানো) সত্য।

দলীলঃ-

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ
وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنْ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

সূরা তওবাঃ ৯৯,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

যারিয়াতঃ ১৯

(তাফসীর-ই-ওয়াজীহ- ২য় জিলদ সমাপ্ত)

শান-ই-রিসালাত

উম্মতে মুহাম্মাদীর জান্নাতী হওয়ার হাক্কীক্বত

হযুর নবী-ই-করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকল উম্মত জান্নাতী। তথা উম্মতে মুহাম্মাদী সকলেই জান্নাতী। উম্মতে মুহাম্মাদী যদি কঠিন গুনাহগারও হয় তবুও সকল গুনাহের শাস্তি পাওয়ার পরেও জান্নাতে চিরস্থায়ী ভাবে প্রবেশ করবে। হযুর নবী-ই-করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এঁর সদকায় এবং উসিলায় আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লা) এর বিশেষ ব্যবস্থা উম্মতের জন্য করে দিয়েছেন। উম্মতে মুহাম্মাদীর কোন ব্যক্তি যদি গুনাহগারও হয় এবং জাহান্নামীও হয় তবুও সকল গুনাহের শাস্তি ভোগ করার পরেও সে চিরস্থায়ী জান্নাতী হয়ে যাবে। কারণ আমাদের প্রিয় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এঁর উম্মত ও গোলাম আমরা হতে পেরেছি। আবার জান্নাত লাভ করব তাও নবীজির উসিলায়। কেননা যে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দেখবে সে জান্নাতী। ঐ পবিত্র দীদার যার নসীব হবে তাঁর সকল পেরেশানী দূর হয়ে যাবে।

কেউ যদি দুনিয়াতে গুনাহের মধ্যেও হাবুড়ু খায় তবু কবরে মধ্যে প্রশ্ন করার সময় আমাদের প্রিয় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাজির হবেন। কেননা হাদীস শরীফে আছে-

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتُوْلِيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَنَاهُ مَلَكَانِ، فَأَقْعَدَاهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ

হযরত আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম রাউফুর রাহীম ﷺ এরশাদ করেছেনঃ বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হয় এবং তাকে পেছনে রেখে তার সাথীরা চলে যায়, তখনও সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়। এমন সময় তার কাছে দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসিয়ে দেন। তঃপর তারা প্রশ্ন করেন, “এই যে মুহাম্মদ ﷺ, তাঁর সম্পর্কে তুমি (দুনিয়াতে) কি বলতে?”

এখানে হযুর ﷺ ঐর অবস্থান বোঝাতে **هذا** (হাযা) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী **هذا** (হাযা) শব্দটি اسم اشارة (ইসমে ইশারা)।

আরবীতে **هذا** (হাযা) শব্দটি ব্যবহৃত হয় কাছের (قريب) এবং উপস্থিত (حاضر) কোন কিছুর জন্য।

এই হাদীস শরীফে হযুর ﷺ ঐর জন্য **هذا** (হাযা) শব্দটি ব্যবহারের দ্বারা বোঝা যায় হযুর ﷺ কবরে উপস্থিত হবেন।

রাসূল-ই-করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐর এই দীদারের সদকায় উম্মতে মুহাম্মাদীর সকলকে গুনাহের শাস্তি ভোগ করানোর পরেও চিরস্থায়ী জান্নাতী করবেন।

- ১) বুখারী, সহীহ, কিতাবুল জানাইয, خفف النعال, باب الميت يسمع خفق النعال, ২/৯০, হাদীসঃ ১৩৩৮
- ২) মুসলিম, সহীহ, কিতাবুল জামাতি ওয়া সিফাতি নায়িমিহা ওয়া আহলুহা, باب عرض مقعد, ৪/২২০০, হাদীসঃ ২৮৭০
- ৩) আবু দাউদ, সুনান, কিতাবুস সুন্নাহ, باب في المسألة في القبر و عذاب القبر, ৪/২৩৮, হাদীসঃ ৪৭৫১
- ৪) তিরমিযী, সুনান, আবওয়াবুল জানাইয, عذاب القبر, باب ما جاء في عذاب القبر, ৩/৩৭৫, হাদীসঃ ১০৭১
- ৫) নাসায়ী, সুনান, কিতাবুল জানাইয, القبر, باب مسألة في القبر, ৪/৯৭, হাদীসঃ ২০৫০
- ৬) আবদুর রায়যাক, মুসান্নাফ, ৩/৫৬৭, হাদীসঃ ৬৭০৩

খাসাইছ-ই-ছুগরা

মূলঃ ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)
বঙ্গানুবাদঃ মুহাম্মদ হাসিব আল-হাসেমী ওয়াজীহ মুহাম্মদী

في "كفاية المعتقد" لليافعي: قال بعضهم: اليقين: اسم ورسم، وعلم، وعين، وحق. فالاسم والرسم للعوام، والعلم علم اليقين للأولياء، وعين اليقين لخواص الأولياء، وحق اليقين للأنبياء، وحقيقة حق اليقين اختص بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.

হযরত ইয়াফেয়ী (রাঃ) ইয়াহুয়াহ (আনঃ) 'কিফায়াতুল মু'তাক্বিদ' -এ এরশাদ করেনঃ কতিপয় উলামায়ে কিরাম বলেনঃ ইয়াক্বীন এর কয়েকটি প্রকার আছে। 'ইসমুল ইয়াক্বীন', 'রাসমুল ইয়াক্বীন', 'ইলমুল ইয়াক্বীন', 'আইনুল ইয়াক্বীন', 'হাক্কুল ইয়াক্বীন'। ইসমুল ইয়াক্বীন এবং রাসমুল তো আম লোকেদের হাসিল হয়। ইলমুল ইয়াক্বীন আউলিয়ায়ে কেলামগণের, আইনুল ইয়াক্বীন খাস আউলিয়ায়ে কেলামগণের এবং হাক্কুল ইয়াক্বীন আশিয়ায়ে কেলামগণের (আলাইহিমুস সালাম) সাথে খাস। আর হাক্কুল ইয়াক্বীনের হাক্কীকত শুধুমাত্র আমাদের প্রিয়নবী (সাঃ) ইয়াহুয়াহ (আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐ সাথে খাস (অর্থাৎ ঐ হাক্কীকাত কেবল আমাদের পিয় নবীজী-ই জানেন)।

৮৮৮

কিতাবসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত

মলঃ আর সাঈদ আল-খারবায়

বজ্ঞানবাদঃ মহাম্মাদ হাসির আল-হাসেমী ওয়াজীহ মহাম্মাদী

ইবাদতের তিনটি বুনিয়াদি উসুল (মূলনীতি) ও তাদের প্রয়োজনীয়তা শায়খ আবু সাঈদ খাররায (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এরশাদ করেন যে, হাদীসে পাকের মধ্যে এসেছে- বাতেনী আমল যখন যাহেরী আমলের চেয়ে আফযাল হয়ে যায় তখন তাকে ফযল (অনগ্রহ) নামে অভিহিত করা হয়।

বান্দার উপর আবশ্যিক যে, সে তার রিয়াযত ও ইবাদাত এই ভাবে গোপন রাখবে যেন আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লা) ছাড়া কেউ না জানে। কেননা চুপচাপ (গোপনে) ইবাদত করার কারণে মানুষ খুব তাড়াতাড়ি খোদার রেযা (সন্তুষ্টি) লাভ করতে পারে। সওয়াব ও আযর (প্রতিদান) ও বেশী লাভ করে। শান্দির নূর সহজেই হাসিল করতে পারে। দুশমনের সকল তদবিব কুমাজের হয়ে যায় আর বান্দা সকল পকারের আপদ-বিপদ থেকে দূর থাকে।

সফিয়ান সাওবী (বহুমতলাভি আলাউতি) [ওফাতঃ ৪১ তিজবী] বলেন

আমার নিজের যাত্রেরী আমলের কোন পরোয়া নেই।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে -

"বাতেনী আমল যাতেরী আমল থেকে সত্তর মর্তরা ফযীলত বাখে।"

(চলবে)

রَضِیَ اللہ عنہ -ই-নকশা

মোহাম্মদ হাসিব আল-হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মাদী

দাদা হুজুর কিবলাহ সাইয়েদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এঁর একটি পবিত্র লক্বব হলঃ "নকশা-ই-নবী" যা রাসূল-ই-কারীম (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এঁর সাথে নিসবত। রাসূল-ই-পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এঁর পবিত্র জীবনের নকশা হলেন সাইয়েদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। যেমনঃ-

সাইয়েদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এঁর মীলাদ ১৯৩২ সালে এবং পবিত্র বেসাল মোবারক ১৯৯৫ সালে। দাদা হুজুর কিবলাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এঁর দুনিয়াবী জিন্দেগী ছিল ৬৩ বছর। আর রাসূল-ই-পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এঁর দুনিয়াবী জিন্দেগী (হায়াতান তৈয়বাহ) ছিল ৬৩ বছর।

রাসূল-ই-পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেমন ১২ই রবিউল আউয়াল শরীফ দুনিয়াতে আসেন এবং ১২ই রবিউল আউয়াল শরীফে দুনিয়া থেকে যাহেরী ভাবে পর্দা করেন। ঠিক তেমনি সাইয়েদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও ১২ই জিলক্বদ শরীফে দুনিয়াতে আসেন এবং ১২ই জিলক্বদ শরীফে দুনিয়া থেকে যাহেরী ভাবে পর্দা করেন।

রাসূল-ই-পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এঁর মীলাদ "রবিউল আউয়াল" মাসে। যার অর্থ হল "প্রথম বসন্"। সাইয়িদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও দুনিয়াতে এসেছেন বসন্ কালে।

রাসূল-ই-পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়াতে এসেছেন খতনাকৃত অবস্থায়। সাইয়েদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও দুনিয়াতে এসেছেন খতনাকৃত অবস্থায়।

রাসূল-ই-পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিজরত করেছেন মক্কা শরীফ থেকে মদীনা মুনাউওয়ারায়। সাইয়েদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও হিজরত করেছেন যাত্রাবাড়ী থেকে শাহী মহল্লা শরীফে।

রাসূল-ই-পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনা শরীফে স্থাপন করেন পবিত্র মসজিদ-ই-নববী। সাইয়িদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শাহী মহল্লা শরীফে স্থাপন করেন শাহী মসজিদ।

চলবে.....

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আল্লাহ্ আনহু) এর ফযীলত

সিদ্দীক লকুবটি আসমাণে লিখা আছে-

عرج بي إلى السماء فما مررت بسماء إلا وجدت اسمي مكتوبا: محمد رسول الله وأبو بكر الصديق خلفي.

নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ইরশাদ করেছেনঃ শবে মিরাজে আমি প্রতি

আসমাণে আমার নাম লিখা দেখেছি এভাবে যে,

মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এবং আবু বকর ছিদ্দিক আমার খলিফা।^২

* ছিদ্দিক লকুব আসমাণ হতে এসেছে- হযরত ছায়্যিদ্দুনা আবু ইয়াহয়া হাকিম বিন ছা' দ রাঃ আল্লাহ্ আনহু থেকে বর্ণিত, 'আমি একদা হযরত আমীরুল মু'মিনীন মওলা আলী মুর্তাদা রাঃ আল্লাহ্ আনহুকে আল্লাহর শপথ করে বলতে শুনেছি যে, ছায়্যিদ্দুনা আবু বকর ছিদ্দিক রাঃ আল্লাহ্ আনহু লকুবটি আসমাণ হতে এসেছে। (আল মু'জামুল কবীর)

* যে উনাকে ছিদ্দিক বলবে না তার পরিণতিঃ

হযরত ছায়্যিদ্দুনা উরওয়া বিন আব্দুল্লাহ রাঃ আল্লাহ্ আনহু থেকে বর্ণিত, আমি হযরত ছায়্যিদ্দুনা ইমাম বাকির ইবনে ইমাম ছায়্যিদ্দুনা যয়নুল আবিদীন রাঃ আল্লাহ্ আনহুর খিদমাতে হাজির হলাম। হযরত কথা প্রসঙ্গে বললেন, যেই ব্যক্তি আবু বকর ছিদ্দিক রাঃ আল্লাহ্ আনহুকে 'ছিদ্দিক' বলবে না, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে ঐ লোকের কথার সত্যতা গ্রহণ করবে না।

(ফাযায়িলুস সাহাবা)

----- জ্ঞান অর্জনের ফযীলত -----

হযরত সাওবান বলেনঃ নবী-ই-আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেনঃ

فضل العلم خير من فضل العباداة

ইলমের (জ্ঞান) বেশী হওয়া ইবাদতের বেশী হওয়ার চেয়ে ভালো।^৩

^২ কানযুল উম্মাল, ১১/৫৪৯, হাদীসঃ ৩২৫৮০

^৩ ১. মুসতাদরাক লিল হাকেম, ১/৩০৫, হাদীসঃ ২৮৯

২. তাবরানী, মুজামুল আওসাত, ৯/১৬০, হাদীসঃ ২১০৭

৩. বায়হাকী, শুয়াবুল ইমান, ১৮/১০, হাদীসঃ ৮২৪৫

৪. ইবনে আবী শায়বাহ, মুসান্নাফ, ৫/২৮৪, হাদীসঃ ২৬১১৫

সাহাবা-ই-কিরামের

রাসূল-ই-পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এঁর দীদারের আকাঙ্ক্ষা
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ
فَأَذْكُرُكَ فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِي فَأَنْظُرَ إِلَيْكَ

আম্মাজান আয়িশা সিদ্দীকাহ (রাঃদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা) বলেনঃ এক সাহাবী নূর-ই-
মুজাসসাম, সরওয়ার-ই-আলম (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এঁর পাক দরবারে
এসে আরম্ভ করলেন- ইয়া রাসূলুল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি
আমার জান ও আমার পিতামাতা হতেও অধিক প্রিয়তম। যখন আমি আমার ঘরে থাকি
তখন আপনারই যিকির (স্মরণ) করতে থাকি। আর ততক্ষণ শানি পাই না যতক্ষণ না এসে
আপনার দীদার (সাক্ষাত) না করে নেই।

➡ সুযুতী, আদ-দুররুল মনসুর, ২/১৮২

➡ তাবরানী, মুজামুল কবীর, ১২/৮৬, হাদীসঃ ১২৫৫৯

➡ ইবনে কাছীর, তাফসীর, ১/৫২৩

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃদিয়াল্লাহু আনহু) এরশাদ করেনঃ-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي
أُحِبُّكَ حَتَّى أَذْكُرَكَ فَلَوْلَا أَنِّي أَجِيءُ فَأَنْظُرُ إِلَيْكَ ظَنَنْتُ أَنْ نَفْسِي تَخْرُجُ

এক সাহাবী রাসূল-ই-পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এঁর কাছে এসে বললঃ ইয়া
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! আমি আপনাকে এমন মহব্বত করি যে,
(সব সময়) আমি আপনাকে মনে করতে থাকি। যতক্ষণ না আপনার দরবারে এসে আপনার
যিয়ারত না করে নেই তো এমন মনে হয় যে আমার জান বের হয়ে যাবে।

➡ সুযুতী, আদ-দুররুল মনসুর, ২/১৮২

➡ তাবরানী, মুজামুল আওসাত, ১/১৩৫

➡ ইবনে কাছীর, তাফসীর, ১/৫২৩

হযরত শায়খ মোল্লা আলী ক্বারী হানারী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এরশাদ করেন-

مِنْ تَمَامِ الْإِيمَانِ بِهِ اِعْتِقَادُ أَنَّهُ لَمْ يَجْتَمِعْ فِي بَدَنِ آدَمِيٍّ مِنَ الْمَحَاسِنِ الظَّاهِرَةِ
الدَّالَّةِ عَلَى مَحَاسِنِهِ الْبَاطِنَةِ مَا اجْتَمَعَ فِي بَدَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

কোন ব্যক্তির ঈমান ঐ পর্যন্ত মুকাম্মাল (পরিপূর্ণ) হবে না যতক্ষণ না সে এই আক্বীদা
(বিশ্বাস) রাখবে যে, নিঃসন্দেহে রাসূল-ই-আকরাম, নূর-ই-মুজাসসাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সালাম) ঐর পবিত্র অস্তিত্বের মধ্যে যাহেরী ও বাতেনী পরিপূর্ণতা প্রত্যেক ব্যক্তির যাহেরী ও বাতেনী ভালোর চেয়ে বেশি।

➡ [ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী, জামেউল ওয়াসায়েল, ১/১০]

শায়খ ইবরাহীম বেজুরী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এরশাদ করেন-

وما يتعين على كل مكلف أن يعتقد أن الله سبحانه تعالى أوجد خلق بدنه صلى

الله عليه وسلم على وجه لم يوجد قبله ولا بعده مثله

মুসলিম বিশ্বে এই কথা সর্বসম্মত যে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সরকার-ই-দো"আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সম্পর্কে আক্বীদা রাখা আবশ্যিক যে, কুল-কায়েনাতের রব, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শরীর মোবারককে এমন শান দিয়ে তৈরী করেছেন যে, তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পূর্বে এবং তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরে কাউকে তাঁর সমতুল্য তৈরী করেন নি।

➡ ইমাম বেজুরী, মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ আলা শামাইলিল মুহাম্মাদিয়া, ১৪ ইমাম কাশলানী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এরশাদ করেনঃ-

أن من تمام الإيمان به - صلى الله عليه وسلم - الإيمان بأن الله تعالى جعل خلق

بدنه الشريف على وجه لم يظهر قبله ولا بعده خلق آدمي مثله

এই কথা বিশ্বাস এবং অকাট্য যে, ঈমানের পরিপূর্ণতার জন্য (মু'মিন বান্দার) এই আক্বীদা (বিশ্বাস) রাখা জরুরী যে, আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা না তো হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐর পূর্বে না তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐর পরে কাউকে তাঁর মত সুন্দর তৈরী করেছেন।

➡ ইমাম কাশলানী, মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া, ১/২৪৮

ইমাম সুযুতী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এরশাদ করেনঃ-

من تمام الإيمان به عليه الصلوة والسلام: الإيمان به بأنه سبحانه خلق جسده

على وجه لم يظهر قبله ولا بعده مثله

ঈমানের পরিপূর্ণতার জন্য এই কথার উপর ঈমান আনা জরুরী যে, আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঐর পবিত্র অস্তিত্ব সৌন্দর্যের দিক থেকে অভূপূর্ব ও তুলনীয়ভাবে তৈরী করেছেন।

➡ ইমাম সুযুতী, জামেউস সগীর, ১/২৭

পবিত্র শব-ই-মেরাজ উপলক্ষ্যে বিশেষ আয়োজন

منبه المنية بوصول الحبيب الى العرش والرؤية

শবে মে'রাজে রাসূলে পাক ﷺ এর আরশে যাওয়া ও আল্লাহর দীদার পাওয়া

মূলঃ ঈমানে আত্মলে সূক্ষ্মত, ঈমানে আত্মমদ রেখা ফাযেলে চেতলী

অনুবাদঃ মুহাম্মদ হাসিব আল-হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মাদী

সওয়াল

উলামায়ে দ্বীন এই মাসয়ালার ব্যাপারে কি বলেন যে, শবে মে'রাজে হুযুর ﷺ তাঁর রবকে দেখেছেন? এটা কোন হাদীস থেকে প্রমানিত?

জওয়াব

الاحاديث المرفوعة

আহাদীসুল মারফুআহ (মারফু' হাদীস সমূহ)

১. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رحمته তাঁর মুসনাদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেনঃ

قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأيت ربي عزوجل

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “আমি আমার রব ﷻ কে দেখেছি”।^৪

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী رحمته তাঁর খাসাইসুল কুবরা ও আল্লামা আবদুর রউফ মুনাদি

رحمته তাঁর “তাইসীর শরহে জামে' সগীর'-এ বলেন, এই হাদীস শরীফ সহীহ।^৫

২. ইমাম মুহাদিস ইবনে আসাকির رحمته, সাযিয়ুনা জাবির বিন আবদুল্লাহ رحمته থেকে বর্ণনা করেন, হুযুর সাযিয়ুদ মুরসালীন ﷺ এরশাদ করেনঃ

لان الله اعطى موسى الكلام واعطاني الرؤية لوجهه وفضلني بالمقام المحمود والحوض المورود

অর্থঃ “নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ সাইয়িযুনা মুসা (আ) কে কথা (বলার মাধ্যমে মর্যাদা) দান করেছেন আর আমাকে তার দীদার লাভের মর্যাদা দিয়েছেন এবং মাকামে

^৪ ১) মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, (আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে), ১/২৮৫

২) আস-সুন্নাহ লি ইবনে আবী আছম, ১/১৮৮, হাদীসঃ ৪৩৩

৩) মুসনাদে বাযযার, ১৩/৭১, হাদীসঃ ৬৪১৩

৪) আদ-দুআ লিল তাবরানী, ১/৪১৯

৫) আহাদীসুল মুখতার, ১২/২৩৪

^৫ তাইসীর শরহে জামে' সগীর, ২/২৫

মাহমুদ (শাফায়াতে কুবরা) ও হাউয়ে কাউসারের মাধ্যমে আমাকে মর্যাদা দান করেছেন।^৬

৩. ইমাম আসাকির رحمۃ اللہ علیہ সাইয়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رحمۃ اللہ علیہ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لي ربي نخلت ابراهيم خلتي
وكلمت موسى تكليما واعطيتك يا محمد كفاحا

সাইয়্যিদুনা রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, “আমার রব ﷻ আমাকে বলেছেন, “আমি সাইয়্যিদুনা ইবরাহীম (আ) কে আমার বন্ধুত্ব দান করেছি এবং মুসা (আ) এর সাথে কথা বলেছি। এবং হে মুহাম্মাদ ﷺ ! আমি আপনাকে আমার সরাসরি সাক্ষাত দান করেছি (যেখানে আপনি আমাকে কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়া দেখেছেন)।^৭

উপরোক্ত হাদীস শরীফের **كفاحا** শব্দটি, মাজমাউল বিহার (مجمع البحار) -এ এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

في مجمع البحار كفاحا اي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول

মাজমাউল বিহারে রয়েছে **كفاحا** এর অর্থ সরাসরি দীদার। যখন মাঝখানে কোন পর্দা অথবা দূত থাকে না।^৮

মাজমাউল বিহার এই শব্দটিকে ব্যাখ্যা করেছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার প্রিয়তম হাবীব ﷺ কে এভাবে দেখা দিয়েছেন যে তাঁদের মধ্যে কোন পর্দা ও কোন ফেরেশতার উপস্থিতি ছিল না।

৪. ইমাম ইবনে মারদুবিয়াহ رحمۃ اللہ علیہ, সাইয়্যিদাহ আসমা বিনতে আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেন:

سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وهو يصف سدرۃ المنتهى (وذكر

الحديث الى ان قالت) قلت يا رسول الله ما رأيت عندها؟ قال رأيتۃ عندها يعني ربه
সাইয়্যিদুনা রাসুলুল্লাহ ﷺ সিদরাতুল মুনতাহার (প্রশংসা) বর্ণনা করছিলেন যখন আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কাছে জানতে চাইলাম যে, “ইয়া রাসুলুল্লাহ ﷺ ! আপনি সিদরাতুল মুনতাহায় কী দেখেছিলেন?” তিনি ﷺ বললেন, “আমি সেখানে তাঁকে অর্থাৎ রব ﷻ কে দেখেছি”।^৯

^৬ কানযুল উম্মাল, ১৪/৪৪৭

^৭ তারিখে দামেশক আল কাবীর, ৩/২৯৬

^৮ মাজমাউল বিহার, ৪/৪২৪

^৯ আদ দুররুল মানছুর, ৫/১৯৪

آثار الصحابه

(যাযাযায়ে কেরামের আদ্য)

১. তিরমিযী শরীফে সাইয়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা থেকে বর্ণিত আছে:

اما نحن بنوها شام فنقول ان محمدا راى ربه مرتين

আমরা বনী হাশিম, আহলে বায়তে রাসূলুল্লাহ স, তো বলি যে, সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ স আল্লাহ জ কে দুইবার দেখেছিলেন।¹⁰

২. ইবনে ইসহাক রা, সাইয়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আবী-সালমা রা থেকে বর্ণনা করেন:

ان ابن عمر ارسل الى ابن عباس يسأله هل رأى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربه فقال نعم

সাইয়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা, হযরত ইবনে আব্বাস রা এঁর কাছে এটা জানতে চেয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ স কি আল্লাহ জ কে দেখেছিলেন? তিনি উত্তর দেন: “হ্যাঁ”।¹¹

৩. জামে তিরমিযী ও মু'জামে তাবরানীতে ইকরিমাহ থেকে বর্ণিত আছে:

واللفظ للطبراني عن ابن عباس قال نظر محمد الى ربه قال عكرمة فقلت لابن

عباس نظر محمد الى ربه قال نعم جعل الكلام لموسى والخلة لابرهيم والنظر لمحمد

صلى الله تعالى عليه وسلم (زاد الترمذى) فقد راى ربه مرتين

তাবরানীর শব্দগুলো হল, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা বলেন: রাসূলুল্লাহ স তাঁর রব জ কে দেখেছেন। তাঁর শাগরেদ ইকরিমাহ রা বলেন: আমি জিজ্ঞাসা করলাম- “রাসূলুল্লাহ স কি আল্লাহ জ কে দেখেছিলেন”? তিনি বলেন, “হ্যাঁ, আল্লাহ সাইয়্যিদুনা মুসা (আ) এঁর জন্য তাঁর কালাম রেখেছেন, ইবরাহীম (আ) এঁর জন্য বন্ধুত্ব এবং সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদ স এঁর জন্য তাঁর দীদার রেখেছেন। (এবং ইমাম তিরমিযী এও বলেছেন) নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ স আল্লাহ জ কে দুইবার দেখেছেন।¹²

ইমাম তিরমিযী বলেন: এই হাদীস হাসান।

ইমাম নাসায়ী, ইমাম হাকেম ও ইমাম বায়হাকী এঁর রেওয়ায়েতে আছে-

¹⁰ ১) জামে' তিরমিযী, সূরা নজম এর তাফসীর, আমীন কোম্পানী, উর্দু বাজার, দিল্লী, ২/১৬১

২) কিতাবুশ শিফা, ১/১৫৯

¹¹ আদ দুররুল মানছুর, ৭/৫৭০

¹² ১) আল মু'জামুল আওসাত, ১০/১৮১

২) জামে' তিরমিযী, সূরা নজমের তাফসীর, ২/১৬০

واللفظ للبيهقي أعجبون ان تكون الخلة لابراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد

صلی الله تعالیٰ علیه وسلم

ইবরাহীম (আ) এঁর জন্য বন্ধুত্ব, মুসা (আ) এঁর জন্য কালাম (আল্লহর কথা বলা)

এবং মুহাম্মাদ ﷺ এঁর জন্য দীদার কী তোমাদের নিকট আশ্চর্য লাগছে।

এই শব্দগুলো বায়হাকীর।

হাকেম বলেনঃ এই হাদীস সহীহ। ¹³

ইমাম এবং যুরকানী বলেনঃ এই হাদীসের সনদ উত্তম। ¹⁴

তাবরানী মু'জামুল আওসাতে বলেনঃ

عن عبد الله بن عباس انه كان يقول ان محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم رأى ربه

مرتين مرة ببصره ومرة بفواده

হযরত ইবনে আব্বাস ؓ বলেনঃ নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রবকে দুই বার

দেখেছেন। একবার তাঁর নিজের চোখ দিয়ে আরেকবার তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। ¹⁵

ইমাম সুয়ুতী, ইমাম কাসতালানী, আল্লামা শামী এবং আল্লামা যুরকানী বলেনঃ এই

হাদীসের সনদ সহীহ। ¹⁶

ইমামুল আইম্মাহ ইবনে খুযায়মা এবং ইমাম বাযযার হযরত আনাস ইবনে মালেক

ؓ থেকে বর্ণনা করেনঃ

ان محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم رأى ربه عزوجل

নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রব ﷻ কে দেখেছেন। ¹⁷

ইমাম আহমদ কাসতালানী এবং ইমাম যুরকানী বলেনঃ এই হাদীসের সনদ

শক্তিশালী। ¹⁸

¹³ ১) আল মাওয়াহিব লাভুন্নিয়া, ৩/১০৪

২) আদ দুররুল মানছুর, ৭/৫৬৯

৩) আল মুসতাদরাক লিল হাকেম, কিতাবুল ঈমান, ১/৬৫

৪) সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী, ৬/৪৭২, হাদীসঃ ১১৫৩৯

¹⁴ শরহে যুরকানী আলাল মাওয়াহিবে লাভুন্নিয়া, ৬/১১৭

¹⁵ ১) মাওয়াহিবে লাভুন্নিয়াহ, ৩/১০৫

২) মু'জামুল আওসাতে, ৬/৩৫৬, হাদীসঃ ৫৭৫৭

¹⁶ ১) মাওয়াহিবে লাভুন্নিয়া, ৩/১০৫

২) শরহে যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, ৬/১১৭

¹⁷ মাওয়াহিবে লাভুন্নিয়া, ৩/১০৫

¹⁸ ১) আল মাওয়াহিবে লাভুন্নিয়া, ৩/১০৫

২) শরহে যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, ৬/১১৮

ইবনে খুয়ায়মা, উরওয়াহ ইবনে যুবাযর রাঃ থেকে এর প্রমান (স্বরূপ বর্ণনা) রেওয়ায়েত করেছেন। ইবনে আব্বাস রাঃ এঁর সকল ছাত্রদেরও একই মত। কা'ব আহবার রাঃ এবং যাহরী এটা নিশ্চিত করেছেন। ²²

اقوال من بعدهم من أئمة الدين

﴿ উলামায়ে দীনের কওলসমূহ ﴾

ইমাম খাল্লাদ কিতাবুস সুন্নাহ -তে ইসহাক ইবনে মারুযী থেকে বর্ণনা করেনঃ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহমতুল্লাহি আলাইহি) এই রেওয়ায়েতকে মানেন এবং এর দলিল পেশ করেন-

قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رأيت ربي

নবীয়ে পাক সাঃ এঁর এরশাদ হল - 'আমি আমার রব সাঃ কে দেখেছি'। ²³
(সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত)

নাক্কশ তাঁর তাফসীরে ইমাম সানাডুল আলাম থেকে রেওয়ায়েত করেনঃ

انه قال اقول بحديث ابن عباس بعينه رأى ربه راه راه حتى انقطع نفسه

তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রাঃ এঁর হাদীসের অনুসারী। নবী আকরাম সাঃ তাঁর রবকে তাঁর চোখে দেখেছেন, দেখেছেন, দেখেছেন। তিনি তাঁর শ্বাস থাকা পর্যন্ত একথা বলতে থাকেন। ²⁴

ইমাম ইবনুল খতীব মিশরী মাওয়াহিব শরীফে বলেনঃ

جزم به معمرواخرن وهو قول الاشعري وغالب اتباعه

ইমাম মা'মার বিন রাশিদ বসরী এবং আরও অনেক উলামা এটা নিশ্চিত করেছেন। এবং এটাই আহলে সুন্নাতের ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী এবং তাঁর বেশীরভাগ অনুসারীর মায়হাব। ²⁵

আল্লামা শিহাব খাফাযী 'নাসিমুর রিয়ায শরহে শিফায়ে কাযী আয়ায' -এ বলেনঃ

الاصح الراجح انه صلى الله تعالى عليه وسلم رأى ربه بعين راسه حين اسرى به كما ذهب اليه اكثر الصحابة

এটাই সঠিক ও বিশুদ্ধ মায়হাব যে, নবীয়ে পাক সাঃ শবে ইসরা (মে'রাজ) তে তাঁর রবকে আপন চোখে দেখেছেন যেমন জমহুর সাহাবায়ে কেরামেরও একই মায়হাব।

²⁶

²² মাওয়াহিবে লাডুনিয়া, ৩/১০৪

²³ মাওয়াহিবে লাডুনিয়া, ৩/১০৭

²⁴ কিতাবুশ শিফা, ১/১৫৯

²⁵ মাওয়াহিবে লাডুনিয়া, ৩/১০৪

ইমাম নববী শরহে সহীহ মুসলিম -এ ও আল্লামা মুহাম্মাদ বিন আবদুল বাকী শরহে মাওয়াহিব -এ বলেনঃ

الراجح عند اكثر العلماء انه طرای ربه بعين راسه ليلة المعراج

জমহুর উলামায়ে কেরামের নিকট এটাই প্রাধান্যশীল যে নবী আকরাম ﷺ শবে মে'রাজে তাঁর রবকে আপন মাথা মোবারকের চক্ষু মোবারক দ্বারা দেখেছেন।²⁷ আইন্মায়ে মুতাআখখিরিনদের পৃথক পৃথক কৃণ্ডলসমূহের প্রয়োজন নেই কারণ তার সীমা গণনার বাইরে এবং যা উলামায়ে কেরাম বলেছেন তা যথেষ্ট ও তাৎপর্যপূর্ণ।

একই ধরনের আরেকটি সাওয়াল এই মহান মুজাদ্দিদ আহমদ রেজা কাদেরী ﷺ এর নিকট পেশ করা হয় ১১ই মুহাররামুল হারামে।

সওয়ালঃ

উলামায়ে দীনের এই ব্যাপারে মত কি যে, নবী আকরাম ﷺ শবে মে'রাজ মোবারকে আরশে আযীমে পর্যন্ত তাশরীফ নেয়া দলিল দ্বারা সাব্যস্ত কি না? যায়েদ বলে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তার এরূপ বলা কেমন?

জওয়াবঃ

নিশ্চয়ই উলামায়ে দীন এবং নির্ভরযোগ্য ইমামগণ তাঁদের বিখ্যাত কিতাবসমূহে এটার এবং এটার মাধ্যমে যায়েদের (কথার) ব্যাখ্যা করেছেন। আর এই সবই হাদীস শরীফ (দ্বারা)। যদিও এই হাদীসগুলো 'মুরসাল' ও এক পরিভাষায় 'মু'দাল' কিন্তু মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট ফাযায়েলের ক্ষেত্রে 'মুরসাল' ও 'মু'দাল' হাদীস মকবুল (গ্রহণযোগ্য)। খাছভাবে যখন বর্ণনাকারী ছিকাহ ও আদেল হন। এটা দলিলের বিশুদ্ধতার ওপর নির্ভর করে। ইমামে আজল সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ বুসিরী কুদ্দিসা সিররুহু কাসীদাহ বুরদাহ শরীফে বলেনঃ

سريت من حرم ليلا الى حرم

كما سري البدر في داج من الظلم

وبت ترقى الى ان نلت منزلة

من قاب قوسين لم تدر كم ولم ترم

خفضت كل مقام بالاضافة اذ

²⁶ নাসিমুর রিয়ায, ২/৩০৩

²⁷ শরহে যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, ৬/১১৬

نودیت بالرفع مثل المفرد العلم

فخرت كل فخر غير مشترك

وجزت كل مقام غير مزدحم

ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ! হযুর ﷺ রাতের অল্প সময়ে মক্কা মুয়াজ্জামাহ'র হারাম থেকে বায়তুল আকুসার দিকে তাশরীফ নিয়ে গেলেন । যেমন অন্ধকার রাতে পূর্ণিমার চাঁদ গেল । আর হযুর ﷺ এই রাতে সামনে যেতে থাকেন, এমনকি ক্বাবা ক্বাওসাইন -এর মানঘিলে পৌছেন যা কেউ পায়নি, আর না কারো এর হিম্মত হয়েছে । হযুর ﷺ তাঁর নিসবত থেকে সমস্ত মাখলুক কে (তাঁর কদমের) নিচে রেখে দিলেন । যখন হযুর ﷺ উর্ধ্বগমনে গেলেন তখন হযুর ﷺ এমন গৌরব অর্জন করলেন এমন মাকাম পার করলেন যেখানে কেউ কোন দিন যায়নি ।

অর্থাৎ হযুর ﷺ আলমে ইমকানে (অস্তিত্বের জগত) যত মকাম আছে সব কিছু একাই পার করে ফেলেছেন যা অন্য কারো নসীব হয় নি ।

ইমামে হুন্মাম আবু আবদুল্লাহ শরফুদ্দীন মুহাম্মাদ কুদ্দিসা সিররুহ 'উন্মুল কুরা' তে-বর্ণনা করেনঃ

قاب قوسين

وتلك السيادة القعسا

رتب تسقط الاما في حصرى

دونها ما وراهن وراء

হযুর ﷺ কাবা ক্বাওসাইন পর্যন্ত অগ্রসর হলেন এবং এটি চিরস্থায়ী । এটি এমন মাকাম যেখানে কোনো আশা কিংবা চিন্তা থেমে যায় কারণ এই দিকে কোন রাস্তাই নেই । ²⁸

ইমাম ইবনে হাজর মক্কী আল মালেকী কুদ্দিসা সিররুহ এর শরাহ 'আফযালুল কুরা'তে বলেনঃ

والماريج ليلة الاسراء عشرة، سبعة في السموت والثامن الى سدره المنتهى والتاسع

الى المستوى والعاشر الى العرش

কিছু আলেম বলেন, শবে ইসরা-তে মে'রাজ দশটি হয়েছিল । সাতটি মে'রাজ সাতটি আসমানে, আষ্টমটি সিদরাতুল মুনতাহায়, নবমটি সমান এবং দশমটি আরশে । ²⁹

²⁸ উন্মুল কুরা ফি মাদহি খাইরিল ওয়ারা, ১৩ পৃ

²⁹ আফযালুল কুরা, ১/৪০৪

সাইয়িদুল উলামা, আরেফ বিল্লাহ, আবদুল গণী নাবলুসী কুদ্দিসা সিররুহু ‘হাদিকায়ে নাদিয়াহ শরহে তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া’-তে এটি নকল করে আরো দৃঢ় করেনঃ

قال الشهاب المكي في شرح همزية لامام بوصيري عن بعض الائمة ان المعاري عشرة الى قوله والعاشري الى العرش والرؤية

ইমাম শিহাব মক্কী, শরহে হামযিয়াহ-তে বলেনঃ মি’রাজ দশটি হয়েছিল। দশমটি ছিল আরশ থেকে দীদারে ইলাহী পর্যন্ত।³⁰

ইমাম ইবনে হাজার মক্কী, শরহে হামযিয়াহ-তে বলেনঃ

لما اعطى سليمان عليه الصلوة والسلام الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر اعطى نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم البراق فحمله من الفرش الى العرش في لحظة واحدة واكل مسافة في ذلك سبعة آلاف سنة - وما فوق العرش الى المستوى والرفرف لا يعلمه الا الله تعالى

যখন সুলায়মান (আ) কে ‘বাতাস’ দেওয়া হয়েছিল যা তাঁকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক মাসের পথ অতিক্রম করাতে। আমাদের নবী ﷺ কে ‘বোরাক’ দেওয়া হয়েছিল যা ছয়র ﷺ কে জমীন থেকে আরশে নিয়ে গিয়েছিল এক মুহূর্তে। এই সংক্ষিপ্ত (যমীন থেকে সাত আসমান পর্যন্ত ভ্রমণ) সত্তর হাজার বছরের রাস্তা। আর আরশের ওপর থেকে সেই স্তর এবং রফরফ পর্যন্ত যে দূরত্ব তা আল্লাহই জানেন।³¹

একই কিতাবে আছে-

رقبه صلى الله تعالى عليه وسلم ببذنه يقظة بمكة ليلة ولاسراء الى السماء ثم الى سدره المنتهى ثم الى المستوى الى العرش والرفرف والرؤية

নবী করীম ﷺ তাঁর আপন শরীর মোবারকের সাথে জাগ্রত অবস্থায় শবে মে’রাজে আসমানসমূহ পর্যন্ত গেলেন। অতঃপর সিদরাতুল মুনতাহা, এরপর মাকামে মুসতাবী, এরপর আরশ, রফরফ এবং দীদারে ইলাহী পর্যন্ত।³²

আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মাদ সাবী মালেকী খালওয়াতী (রাহমাতুল্লাহি তায়ালা আলায়হি) তা’লীকাতে আফযালুল ক্বোরাতে বর্ণনা করেন-

³⁰ হাদিকায়ে নাদিয়াহ শরহে তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া, ১/২৭২

³¹ আফযালুল ক্বোরা

³² আফযালুল ক্বোরা, ১ / ১১৬-১১৭

الاسراء به صلى الله تعالى عليه وسلم على يقظة بالجسد والروح من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم عرج به الى السموات العلى ثم الى سدة المنتهى ثم الى المستوى ثم الى العرش والرُفرف

নবী করীম ﷺ এর মে'রাজ জাগ্রত অবস্থায়, শরীর মোবারক ও রুহ মোবারকের সাথে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকুসা পর্যন্ত হয়েছিল। অতঃপর আসমানসমূহ, অতঃপর সিদরাতুল মুনতাহা, অতঃপর মাকামে মুসতাবী, এরপর আরশ এবং রফরফ পর্যন্ত।³³

শায়খ সুলায়মান আল-জামাল, 'ফুতুহাতে আহমদিয়া শরহে হামযিয়া' -তে বলেনঃ
 رقيه صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة الاسراء من بيت المقدس الى السموات السبع الى حيث شاء الله تعالى لكنه لم يجاوز العرش على الراجح
 হুযুর সাইয়্যিদে আলম ﷺ এর গমন শবে মে'রাজে বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে সাত আসমান পর্যন্ত এবং সেখান থেকে এই মাকাম পর্যন্ত (হয়েছিল) যেখানে আল্লাহ ﷻ চেয়েছিলেন কিন্তু উত্তম এটাই যে (হুযুর ﷺ) আরশের আগে গেলেন না।³⁴
 এই কিতাবেই আছে-

المعاريج ليلة الاسراء عشرة سبعة في السموات والثامن الى سدة المنتهى والتاسع الى المستوى والعاشر الى العرش لكن لم يجاوز العرش كما هو التحقيق عند اهل المعاريج
 'শবে ইসরা'-তে মে'রাজ দশবার হয়েছিল। সাতটি আসমানসমূহ, অষ্টমটি সিদরাতুল মুনতাহা, নবমটি মাকামে মুসতাবী, এবং দশমটি আরশ পর্যন্ত। কিন্তু মে'রাজ সম্পর্কে তাহকীককারীগণ বলেন, আরশের উপর আর সামনে যাননি।³⁵
 ঐ কিতাবে আরো আছে-

بعد ان جاوز السماء السابعة رفعت له سدة المنتهى ثم جاوزها الى مستوى ثم زج به في النور فخرق سبعين الف حجاب من نور مسيرة كل حجاب خمسمائة عام ثم دلى له رُفرف اخضر فارتقى به حتى وصل الى العرش ولم يجاوزه فكان من ربه قاب قوسين او ادنى

যখন হুযুর নবী আকরাম ﷺ সপ্তম আসমান পার করলেন তখন সিদরাতুল মুনতাহা তাঁর সামনে তুলে ধরা হল। হুযুর ﷺ তা পার করে মাকামে মুসতাবী-তে পৌছালেন

33 তা'লীকাত 'আলা উম্মুল ফোরা, ৩ পৃ

34 আল ফুতুহাতুল আহমদিয়াহ, ৩ পৃ

35 আল ফুতুহাতুল আহমদিয়াহ, ৩০ পৃ

। অতঃপর হযুর ﷺ কে আলমে নূরে পাঠানো হল । সেখানে হযুর ﷺ সত্তর হাজার নূরের পর্দা অতিক্রম করলেন । এক একটি পর্দার দূরত্ব ছিল পাঁচশ বছরের রাস্তা । অতঃপর একটি সবুজ বিছানা হযুর ﷺ ঐর সামনে ঝোলানো হল । হযুর আকদাস ﷺ ইহা অতিক্রম করে আরশ পর্যন্ত পৌঁছালেন । হযুর ﷺ আরশের ওপারে যাননি । সেখানে তাঁর রবের কাছ থেকে ‘ক্বাবা ক্বাওসাইন আও আদনা’ (এর মাকাম) পেয়েছেন ।³⁶

ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি আলাইহি ঐর ব্যাখ্যা

(আমি বলি) শায়খ সুলায়মান আরশের উপর না যাওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন । এবং ইমাম ইবনে হাজর মক্কী ও অন্যান্যদের ইবারত জোর দিচ্ছে যে হযুর ﷺ আরশের উপর ও লা-মাকানে গিয়েছেন । লা-মাকান নিশ্চয়ই আরশের উপরে । বাস্তবিক অর্থে, এই দুটি কওলের মধ্যে ইখতিলাফ নেই । আরশ হল সৃষ্টির প্রান্তসীমা । তার সামনে আছে লা-মাকান । আর একটি শরীরের স্থান দরকার । সুতরাং হযুর ﷺ শরীর মোবারক দ্বারা আরশ পর্যন্ত তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং তাঁর রুহ মোবারক ‘ওয়ারা উল ওয়ারা’ পর্যন্ত গেলেন যার সীমা যিনি তাশরীফ নিয়ে গেলেন তিনি ﷺ আর যিনি নিয়ে গেলেন সেই আল্লাহই জানেন । শায়খুল আকবর ইবনুল আরাবী رحمته বলেনঃ

ঐ পা মোবারকের ভ্রমনের প্রান্তসীমা হল আরশ । সুতরাং কদম মোবারকের ভ্রমন আরশ পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয় । এই জন্য নয় যে ভ্রমনে (মা’আযাল্লাহ) কোন ভুল-ত্রুটি ছিল । বরং এই জন্য যে তাঁর পবিত্র কদম মোবারক সকল স্থান, সৃষ্টি ও সম্ভাব্যতাকে পরিবেষ্টন করে নিয়েছিল । হযুর ﷺ ঐর কদমে পাকের জন্য এমন কোন স্থানই বাকী ছিল না যা আরশের ওপরে যেতে পারে । কিন্তু হযুর ﷺ ঐর নূরী কলবের ভ্রমন ক্বাবা ক্বাওসাইনে গিয়ে শেষ হয়েছিল । যদি কারো এই সন্দেহ হয় যে আরশের পরে আর কি আছে যে হযুর ﷺ সামনে গেলেন ? তারা ইমামে আজল, আরিফ বিল্লাহ সাইয়েদ আলী ওয়াফা رحمته ঐর ইরশাদ শুনুন যা ইমাম আবদুল ওয়াহাব শা’রানী ‘ইউয়াকিতুল জাওয়াহির ফি আকাইদিল আকাবির’ কিতাবে নকল করেছেনঃ

ليس الرجل من يقيد العرش وما حواه من الافلاك والجنة والنار وانما الرجل من نفذ
بصره الى خارج هذا الوجود كله وهناك يعرف قدر عظمة موجد سبحة وتعالى

পরিপূর্ণ মানুষ সে নয় যে আরশ ও এর মধ্যে যা কিছু আছে তা সীমাবদ্ধ ও শৃঙ্খলিত করে নেয়। পরিপূর্ণ ব্যক্তি সে-ই যার দৃষ্টি সকল আলম পার করে ফেলে। সেখানে তিনি আল্লাহর মওজুদ আলমের শ্রেষ্ঠত্বের উপযুক্ততা দেখবেন।³⁷
ইমাম আল্লামা আহমদ কুন্তলানী, মাওয়াহিবে লাডুনিয়া ও মানহে মুহাম্মাদিয়া-তে, এবং আল্লামা যুরকানী ইহার শরাহ-তে বলেনঃ

(ومنها انه رأى الله تعالى بعينه) يقظة على الراجح (وكلمه الله تعالى في الرفيع الا على) على سائر الامكنة وقد روى ابن عساكر عن انس رضى الله تعالى عنه مرفوعا لما اسرى لى قربنى ربى حتى كان بينى وبينه قاب قوسين او ادنى
নবী ﷺ এর খাছায়েছের মধ্যে রয়েছে যে, হযুর ﷺ আল্লাহকে জাগ্রত অবস্থায় আপন নয়নে দেখেছেন এবং এটাই প্রাধান্যযোগ্য মত। এবং আল্লাহ ﷻ, হযুর ﷺ এর সাথে ঐ বুলন্দ ও উত্তম মকামে কথা বলেছেন যা সকল সম্ভাব্যতা ও চিন্তাভাবনার বাইরে। ইবনে আসাকির, আনাস ؓ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ শবে মে'রাজে আমার রব আমাকে এত কাছে নিয়েছেন যে তাঁর এবং আমার মাঝখানে দুইটি ধনুকের বরং এর চাইতে কম ব্যবধান ছিল।³⁸
এই কিতাবেই বলা আছে-

قد اختلف العلماء فى الاسراء هل هو اسراء واحد او اثنين مرة بروحه وبدنه يقظة ومرة مناما او يقظة بروحه وجسده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم مناما من المسجد الاقصى الى العرش
আলেমদের মধ্যে ইখতিলাফ হয়েছে যে মে'রাজ একটি নাকি দুটি। একবার রুহ মোবারক ও শরীর মোবারকের সাথে জাগ্রত অবস্থায় এবং একবার স্বপ্নে অথবা জাগ্রত অবস্থায় রুহ ও শরীর মোবারকের সাথে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকুসা পর্যন্ত। এরপর স্বপ্নের মাধ্যমে সেখান থেকে আরশ পর্যন্ত।³⁹
فالحق انه اسراء واحد بروحه وجسده يقظة فى القصة كلها والى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين

³⁷ ইউয়াকিতুল জাওয়াহির, ২/৩৭০

³⁸ ১) আল মাওয়াহিবে লাডুনিয়া, ২/৬৩৪

২) শরহে যুরকানী আল ল মাওয়াহিবে, ৫/২৫১-২৫২

³⁹ আল মাওয়াহিবে লাডুনিয়া, ৩/৭

সত্য হল এই যে, সেখানে একটি ইসরা এবং পুরো ভ্রমণ অর্থাৎ মসজিদে হারাম থেকে আরশে আ'লা পর্যন্ত জাগ্রত অবস্থায় রুহ ও শরীর মোবারকের সাথে হয়েছিল। ইহাই বেশিরভাগ উলামা, মুহাদ্দিসীন, ফুকাহা ও মুতাকাল্লিমীনের মায়হাব।⁴⁰ এই কিতাবে আছে-

المعاريج عشرة (الى قوله) العاشر الى العرش

মে'রাজ দশটি হয়েছিল। দশমটি আরশ পর্যন্ত।⁴¹

এই কিতাবে আরো আছে-

قد ورد في الصحيح عن انس رضي الله تعالى عنه قال لما عرج بي جبريل الى سدة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى وتدليه على ما في حديث شريك كان فوق العرش

সহীহ বুখারী শরীফে আনাস রা থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ স বলেছেনঃ আমার সাথে জীবরাঈল (আ) সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গেলেন। তারপর আল্লাহ স আমাকে তাঁর কাছে দুই ধনুকের, বরং তার চেয়ে কম ব্যবধান দূরত্বে নিয়ে গেলেন। এই নিকটবর্তীতার আরশের উপরে ছিল যেমনটি হল হাদীসে শরীক।⁴² আল্লামা শিহাব খাফাজী, নাসিমুর রিয়ায শরহে শিফায়ে কাযী আয়ায -এ বর্ণনা করেনঃ

ورد في المعراج انه صلى الله تعالى عليه وسلم لما بلغ سدة المنتهى جاءه بالفرف

جبريل عليه الصلوة والسلام فتناولوه فطاربه الى العرش

মে'রাজের হাদীসে এসেছে যে, যখন হুযুর আকদাস স সিদরাতুল মুনতাহাতে পৌঁছান। তখন জীবরাঈল আমীন (আ) রফরফ হাযির করেন যা হুযুর স কে নিয়ে আরশ পর্যন্ত উঠে যায়।⁴³ এই কিতাবে আরো আছে-

عليه يدل صحيح الاحاديث الاحاد الدالة على دخوله صلى الله تعالى عليه وسلم

الجنة ووصله الى العرش واطرف العالم كما سيأتي كل ذلك بجسده يقظه

সহীহ হাদীসসমূহ প্রমাণ করে যে, হুযুর আকদাস স শবে ইসরা-তে জান্নাতে তামারীফ নিয়ে গেছেন আবার আরশ পর্যন্ত পৌঁছেছেন। অথবা সৃষ্টিজগতের ঐ প্রান্ত

⁴⁰ আল মাওয়াহিবে লাডুনিয়া, ৩/৭, ৩/১২

⁴¹ আল মাওয়াহিবে লাডুনিয়া, ৩/১৭

⁴² ১) আল মাওয়াহিবে লাডুনিয়া, ৩/৮৮

২) মাওয়াহিবে লাডুনিয়া, ৩/৯০

⁴³ নাসিমুর রিয়ায, ২/৩১০

পর্যন্ত যার সামনে লা-মাকান আছে এবং এই সব জাগ্রত অবস্থায় স্বশরীরে হয়েছিল। 44

হযরত সায়্যিদি শায়খে আকবর ইমাম মহীউদ্দীন ইবনুল আরাবী رحمہ اللہ ‘ফুতুহাতে মক্কীয়া’-তে ৩১৬ নং বাবে বলেন-

اعلم ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما كان خلقه القرآن وتخلق بالاسماء وكان الله سبحانه وتعالى ذكر في كتاب العزيز انه تعالى استوى على العرش على طريق التمدح والثناء على نفسه اذ كان العرش اعظم الاجسام فجعل لنبية عليه الصلوة والسلام من هذا الاستواء نسبة على طريق التمدح والثناء عليه به حيث كان اعلى مقام ينتهى اليه من اسرى به من الرسل عليهم الصلوة والسلام وذلك يدل على انه اسرى به صلى الله تعالى عليه وسلم بجسمه ولو كان الاسراء به رؤيا لما كان الاسراء ولا الوصول الى هذا المقام تمداح ولا وقع من الاعرافى حقه انكار على ذلك

জেনে নাও যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মহান চরিত্র ছিল কুরআন এবং হযুর আল্লাহর নামসমূহের স্বভাব (খাসলত) রেখেছিলেন। এবং আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তায়ালা কুরআনে কারীমে তাঁর সিফতের প্রশংসার মাধ্যমে আরশের উপর তাঁর অবস্থানের বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাঁর হাবীব ﷺ কে মর্যাদা দিয়েছেন ‘আরশে তাঁর সাথে দেখা করার’ প্রশংসা করে। কারণ, আরশ ঐ মকাম যেখানে রাসূলদের মে’রাজ শেষ হয়। আর এর থেকে প্রমানিত হয় যে হযুর ﷺ এর মে’রাজ স্বশরীরে হয়েছিল কারণ যদি স্বপ্নে হত তাহলে ইসরা ও ঐ ‘মাকামে ইসতিওয়া আলাল আরশ’ পর্যন্ত পৌছানো প্রশংসা হত না। আর না গোঁয়াড়রা এর বিরোধিতা করত। 45

ইমামুল আইস্বাহ আরেফ বিল্লাহ সাইয়্যিদি আবদুল ওয়াহাব শা’রানী কুদ্দিসা সিররুহু তাঁর কিতাব আল ইউওয়াকিতুল জাওয়াহির -এ হযরত মওছুফ থেকে নকল করেনঃ

انما قال صلى الله تعالى عليه وسلم على سبيل التمدح حتى ظهرت لمستوى اشارة لما قلنا من ان متهى السير بالقدم المحسوس للعرش

নবী করীম ﷺ এর এরকম প্রশংসার ইরশাদ করা যে, আমি সেই স্তর পর্যন্ত পৌছালাম, এই দিকে ইশারা করে যে, কদম মোবারকের ভ্রমনের শেষ হয় আরশে।

46

44 নাসিমুর রিয়ায, ২/২৬৯, ২৭০

45 আল ফুতুহাত আল মাক্কীয়া, ৩/৬১

46 ইউওয়াকিতুল জাওয়াহির, ২/৩৭০

মাদারিজুন নবুওয়াত শরীফে রয়েছেঃ

فرمود صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم پس گسترانیده شد برائے من رفرف سبز که غالب بود نور او پر نور نوراً آفتاب پس درخشید بآن نور بصر من ونهاده شدم من برآن رفرف و برداشته شدم تا برسد بعرش

নবী আকরাম ﷺ বলেছেনঃ অতঃপর আমার জন্য সবুজ বিছানা বিছানো হল । যার নূর সূর্যের নূরের চেয়েও বেশী প্রখর ছিল । তা হতে আমার চোখের নূর বিচ্ছুরিত হতে লাগল । এরপর আমাকে রফরফের উপর উপবেশন করান হল । এমনকি আমি আরশ পর্যন্ত পৌছালাম । ⁴⁷

এই কিতাবে আরও আছে-

آورده اند که چون رسید آن حضرت صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم بعرض دست زد بدامان اجلال وے

বর্ণিত আছে যে, যখন হযুর ﷺ আরশে পৌছান তখন আরশ হযুর ﷺ ঐর আঁচল (জামার প্রান্ত) ধরেছিল । ⁴⁸

‘আশিয়াতুল লুমআত শরহে মিশকাত’ কিতাবে আছে,

جز حضرت پیغمبر ما صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم بالاترازاں بیچ کس نہ رفتہ و آنحضرت بجائے رفت کہ آنجا جانیست

আমাদের নবী আকদাস ﷺ ব্যাতিত আরশের উপর কেউ যায়নি । হযুর ﷺ এমন জায়গায় পৌছেছেন যেখানে কোন জায়গা নেই ।

برداشت از طبیعت امکان قدم که آن
اسری بعبده است من المسجد الحرام
تاعرصه وجوب که اقتضائے عالم ست
কাখনাে جاست ونے جهت ونے نشان نہ نام

অস্তিত্বের সকল স্বাভাবিক গুণ থেকে কদম উঠিয়ে নিয়েছেন । কারণ, আল্লাহ তায়ালা তাঁর খাস বান্দাকে মসজিদে হারাম থেকে উপযুক্ত একাকী জায়গা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন যা সৃষ্টির শেষ কিনারা কারণ সেখানে না আছে কোন কিছু অস্তিত্ব না কোন দিক । না কোন চিহ্ন না কোন নাম । ⁴⁹

শায়খে মুহাক্কিক আরো ইরশাদ করেছেন-

⁴⁷ মাদারিজুন নবুওয়াত, ১/১৬৯

⁴⁸ মাদারিজুন নবুওয়াত, ১/১৭০

⁴⁹ আশিয়াতুল লুমআত, ৪/৫৩৮

بتحقیق دید آنحضرت صلی الله تعالى علیه وسلم پروردگار خود را جل و علا دوبار، یکے چوں نزدیک سدرۃ المنتہی بود، دوم چوں بالائے عرش برآمد
 হুযুর ﷺ তাঁর রব ﷻ কে দুই বার দেখেছেন । একবার যখন তিনি ﷺ সিদরাতুল
 মুনতাহার নিকটে ছিলেন । দ্বিতীয়বার যখন তিনি ﷺ আরশে উঠলেন । 50
 মকতুবাতে শায়খ মুজাদ্দিদে আলফে সানি ﷺ এর ১ম জিলদ্ , ২৮৩ নং মকতুবে
 রয়েছে-

آن سرور علیه الصلوة والسلام درآن شب چوں از دائره مکان وزمان بریون جست
 واز تنگی امکان برآمد ازل وابدراں آن واحد یافت و بدایت ونہایت رادریک نقطه متحد
 دید

ঐ রাতে সরকারে দো-আলম ﷺ অস্তিত্ব ও যমীনের সীমানা থেকে বাইরে চলে
 গিয়েছিলেন এবং সংকীর্ণ স্থান থেকে বের হয়ে আদি ও অনন্তকে একসাথে
 পেয়েছিলেন এবং শুরু ও শেষকে এক বিন্দুতে একত্রিত দেখেছিলেন । 51
 মকতুব ২৭২ -তে আছে,

محمدرسول الله صلى الله تعالى علیه وسلم که محبوب رب العالمین ست وبہترین
 موجودات اولین وآخرین باوجود آنکہ بدولت معراج بدنۃ مشرف شد واز عرش وکرسی
 درگزشت واز امکان وزمان بالا رفت

মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ﷺ যিনি রাসুল আলামীন ঐর মাহবুব এবং সকল পূর্ববর্তী ও
 পরবর্তীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ । যিনি জিসমানি মি'রাজের মাধ্যমে সম্মানিত হয়েছেন এবং
 যিনি আরশ কুরসী পার হয়ে স্থান ও সময়ের উর্ধ্বে চলে গিয়েছেন । 52
 ইমাম ইবনুস সালাহ মা'রেফাতে আনওয়া'য়ে ইলমুল হাদীস কিতাবে লিখেন-

قول المصنفين من الفقهاء وغيرهم "قال رسول الله صلى الله تعالى علیه وسلم كذا
 وكذا" ونحو ذلك كله من قبيل المعضل وسماه الخطيب ابوبكر الحافظ في بعض
 وكلامه مرسلًا وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل مرسلًا

ফুকাহা এবং মুছান্নিফীনগণের কুওল 'রাসুলুল্লাহ ﷺ এমন এমন বলেছেন' অথবা ঐর
 তুলনা কোন বাক্য, এগুলো সব মু'দালের শাখা । খতীব আবু বকর হাফেয এর নাম

50 আশিয়াতুল লুমআত, 8/88২

51 মকতুবাতে ইমাম রাক্বানী, ১/৩৬৬

52 মকতুবাতে ইমাম রাক্বানী, ১/৩৪৮

মুরসাল রেখেছেন। এবং এটি তার মাযহাব মুতাবিক, যা সকল গায়রে মুত্তাসিলের নাম মুরসাল রেখেছে।⁵³

‘তালবীহ’ ও অন্যান্য কিতাবে আছে-

ان لم يذكر الواسطة اصلا فمرسل

যদি ‘ওয়াসতাহ’ (সনদ) একেবারেই বর্ণিত না থাকে তাহলে তা মুরসাল।⁵⁴

মুসাল্লামুস ছুবুত কিতাবে আছে-

المرسل قول العدل قال عليه الصلوة والسلام كذا

‘আদেল (শরীয়তের নির্ভরযোগ্য বিচারকগণ) বলেন, মুরসাল হাদীস এমন যে ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন বলেছেন’।⁵⁵

ফাওয়াতিহুর রাহমুত কিতাবে আছে-

المرسل ان كان من صحابي يقبل مطلقا اتفاقا وان كان من غيره فالأكثر ومنهم الامام ابو حنيفة والامام مالك والامام احمد رضى الله تعالى عنهم قالو يقبل مطلقا اذا كان الراوى ثقة

মুরসাল যদি সাহাবীদের থেকে হয় তবে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণীয়। এবং যদি সাহাবী ছাড়া অন্য কারো থেকে বর্ণিত হয় তবে অনেক আইন্নায়ে কেরাম ও ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ রাঈয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম এঁর নিকট সম্পূর্ণরূপে গ্রহণীয়, এই শর্তে যে, বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য হয়।⁵⁶

মিরকাত শরহে মিশকাত -এ আছে,

لا يضر ذلك في الاستدلال به ههنا لان المقطع يعمل به في الفضائل اجماعا

মুরসাল হাদীস থেকে দলীল পেশ করাতে কোন সমস্যা নেই কারণ ফাযায়েলের ক্ষেত্রে মুনকাতা’ ইজমা’ মতে গ্রহণীয়।⁵⁷

ইমাম কাযী আযায শিফা শরীফে লিখেছেন-

اخبار صلى الله تعالى عليه وسلم لقتل على وانه قسيم النار

রাসূলুল্লাহ ﷺ, হযরত আলী ؓ এঁর হত্যার ব্যাপারে খবর দেয়ার সময় বলেন নিশ্চয়ই তিনি জাহান্নামের আগুনের বন্টনকারী।⁵⁸

53 মা’রেফাতে আনওয়ায়ে ইলমুল হাদীস, ১৩৮ পৃঃ

54 তাওয়াযীহ ওয়া তালবীহ, ৪৭৪ পৃঃ

55 মুসাল্লামুস ছুবুত, ২০১ পৃঃ

56 ফাওয়াতিহুর রাহমুত শরহে মুসাল্লামুস ছুবুত, ২/১৭৪

57 মিরকাতুল মাফাতীহ, ২/৬০২

58 আশ শিফা বি তা’রিফ হুকুকিল মুত্তাফা, ১/২৮৪

নাসিমুর রিয়াযে আছে-

ظاهر هذا مما أخبره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الا انهم قالوا لم يروه
احد من المحدثين الا ان ابن الاثير قال في النهاية الا ان عليا رضى الله تعالى عنه قال
انا قسم النار قلت ابن الاثير ثقة وما ذكره على لا يقال من قبل الرأى فهو فى حكم
المرفوع

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, এটা ঐ সকল বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত যার খবর নবী আকরাম
ﷺ দিয়েছেন। কিন্তু তারা বলেন, মুহাদ্দিসীনদের মধ্যে কেউ এটা রেওয়ায়েত করেন
নি। কিন্তু ইবনুল আছীর, নিহায়াতে বলেছেন- নিশ্চয়ই হযরত আলী মুরতাদ্বা
বলেছেন যে, ‘আমি কাসিমুন নার’ অর্থাৎ জাহান্নামের আগুনের বন্টনকারী। আমি
(শাহাব খাফায়ী) বলি, ইবনুল আছীর ছিকাহ (নির্ভরযোগ্য) এবং যা কিছু সাইয়্যিদুনা
আলী আল মুরতাদ্বা বলেছেন তা কিয়াস থেকে বলা যায় না। একারণে এটা
(হাদীস) মারফু’ হবে। ⁵⁹

ইমাম ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীরে বলেনঃ

عدم النقل لا ينفى الوجود

যদি হাদীসের রাবী না তাকে তাহলে তা উৎপত্তিকে বাতিল করা যাবে না। ⁶⁰

আল্লাহই ভালো জানেন।

⁵⁹ নাসিমুর রিয়ায, ৩/১৬৩

⁶⁰ ফাতহুল কাদীর, ১/২০

দিওয়ান-ই-হাসেমী- (৪)

ওস্তায়ুল আসাতিয়া, মুজাদ্দিদ-ই-তরীক্বত, শামসুল আইম্মাহ, হযরত মাওলানা খাজা
শায়খ সাইয়িদ আবুল-খায়ির মোহাম্মদ শামসুদ্দীন হাসেমী ওরাজীহ মোহাম্মদী (মাগজিঃসংঃ)

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা
খাল বিল্ল নদী নালা
বন জঙ্গল তরু লতা
পশু পাখি আগুন পানি
তোমার হাতের হাতের পুতুল জানি ।।
রাম, সীতা, ভগবান
গোবিন্দ স্বরস্বতী হনুমান
কালী কৃষ্ণ রাধা
দেব দেবী ঠাকুর দেবতা
নবী রাসূল পয়গাম্বর
ওয়ালী আওলিয়া কুতুবপুর
আবদাল ফকীর দরবেশ
গাউস আকতাব মোরশেদ
মুজাদ্দিদ আরিফ মাশুক
মুসলিম মুমিন আশিক
ঈমান ইনসাফ ইহসান
ইনসান হায়ওয়ান আশজার
কুলব রুহ সের খফী
আখফা নফস সিররী
আব আতস খাক বাক
পুরুষ নারী মানব জাত
বৃক্ষ বীজ তরু লতা
মাটি পানি পর্বতমালা

কোরান বাইবেল ইনজিল
গীতা রামায়ন দলীল
আগুন বারী নদ-নদী
সাগর ঝরণা খাল বারী রাশি
গগণ পবন রবি শশী
পাহাড় টিলা ও পৃথিবী
মানুষ গরু ছাগল
হাস মুরগী
এই সব আসমাউল হুসনা
তুমি তো বহুরূপী...।
রোজা নামাজ হজ্জ যাকাত
আজারগুন বেশী মানব কাজ
ইসলাম শান্দি প্রগতি
উন্নতি উদ্যম সাম্যবাদী
সমাজ সংসার ইবাদত
বৈরাগ্য কুমারী নয় একত্ববাদ
তোমারে তুমি সাজাও
বিশ্ব ময়দানে ।।
পাপ পূন্য তুমি
দোষী বানাও কারে
সবাই জানি
তুমি একা
তোমার নাম কোনটা

থেকে আলাদা
তোমার নাই শিরক
যে করে মুশরিক
তুমি আদি অনন্
অসীম

তুমি মিল হওনা
তোমার সৃজন সসীম
তারপরও বলব আমি

বিশ্বের সবার সাথে মিশে গেছ তুমি

তোমাকে ধরার শক্তি কার
ধরতে গেলেই প্রান হুংকার
প্রেমের হাত মায়ার নজর

ক্ষমার দৃষ্টি বেগুনার

৪ হাজার নাম তোমার

অথবা তারও বেশী

ভাষায় ভাষায় মিলছ

তোমার আসল নামটা কি?

কেউ আবার বলে দয়াল

তুমি সকল কাজের কয়াল

নেক করাও বলে নেককার

জগতে বদকার সাধ্য কার

পাপের স্রষ্টা কে খোদা

পাপ থেকে তুমি কি জুদা

পাপ যে করে তাকে পাপী বলে
পাপ যে করার তার বিচার করবে
কে ?

তুমি নেক বদ
তোমার পছন্দ কি?

পাপ বড় না নেক
তুমি বলবে কি?

পাপের জন্য ক্ষমার দরজা
তোমার নিকট আছে খোলা
নেক দিয়ে কি করবে
নেকের মধ্যে কি আছে ?

না আছে প্রেম

না ভালোবাসা

যারা নেক করে

তাদের স্বর্গ আশা

দাহ করে মানব দেহ

কিংবা সমাধি

তোমার বাচ্চাও তুমি

সরছ বলে বিধি

তোমার খেলার ঘরে

খেলছ তুমি একা

খেলার সাথী পাওনা

বলে খেল না ।।

ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ত্বরীক্বাহ'র আস্থান

ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ত্বরীক্বাহ'র মুরিদ ও খলিফাবন্দ ! আমরা ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ত্বরীক্বাহ এর ঝাড়া বাহক। আমাদের নেতৃত্ব দিয়ে লিওয়ায়ে ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ত্বরীক্বাহ কে সমুন্নত করছেন আমাদের প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ ক্বিবলাহ মুজাদ্দিদ-ই-ত্বরীক্বত আল্লামা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামসুদ্দীন হাসেমী (মাঃজিঃআঃ)। আমরা সেই ত্বরীক্বাহ'র মুরিদ ও খলিফা যারা প্রচার করবেন সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ (রাঃদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কে ? তিনি কী ? তাঁর পরিচয় কী ? তাঁর আবিস্কৃত "ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ত্বরীক্বাহ" কী ? আমাদের ত্বরীক্বাহর নামেই আমাদের উদ্দেশ্য জড়িয়ে আছে। তা হল 'ওয়াজীহ' ও 'রাসূল' -কে প্রকাশ ও প্রচার করা। তাঁদের শান ও মান তুলে ধরা। তাঁদের জীবনী বা 'হায়াতান তৈয়বা' প্রকাশ করা।

হে ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ত্বরীক্বাহ'র মুরিদ ও খলিফাবন্দ ! আমরা তো তাদেরই অনুসারী। আমরা তো তাদেরই গোলাম ও খাদেম। সুতরাং আমাদের সকল কাজ-কর্ম ও চিন্তা-চেতনাতে প্রকাশ করতে হবে আমরা তাদেরই গোলাম। আমরা কোন অংশেই পৃথিবীর কোন মানুষের চেয়ে কম নই। জ্ঞান-বিজ্ঞান, কাজ-কর্ম, শিল্প-সাহিত্য, ধর্ম-কর্ম, আচার-আচরন, শরীয়ত-ত্বরীক্বত, আদব-আখলাক, হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে আমরা ওয়াজীহ ও রাসুলের একনিষ্ঠা অনুসারী- গোলাম। যেমনি করে আমাদের জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও হিকমত দিয়ে আমরা সকলের সেরা হয়ে উঠতে হবে তেমনি করে অভাবী-দুঃস্থ ও গরীব মানুষের পাশে দাড়ানোতে আমরাই হব অগ্রগামী। তবেই আমরা তাঁদের গোলামিয়তের দাবী করতে পারব। এমনভাবে গড়ে উঠব যাতে তাঁরাও আমাদের নিয়ে ফখর (গর্ব) করবে যে এরা সকলে আমার মুরিদ ও উম্মত। এক্ষেত্রে আমাদের রাশ দেখানোর কাভারী আমাদের মুর্শিদ ক্বিবলাহ, ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ত্বরীক্বাহ'র 'পথ প্রদর্শক' মুহাদ্দিস-ই-যামান সাইয়েয়দ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামসুদ্দীন হাসেমী (মাঃজিঃআঃ)। আমরা তার দেখানো সুলুক (রাশয়) চলব এবং আল্লাহ, রাসূল ও ওয়াজীহ-কে চিনব। আমরা সবাই যে মোহাম্মাদী ফুযুযাত, কামালাত, বারাকাত ও নেয়ামত ভোগ করতে পারি ! ওয়াজীহর ফুযুযাত কামালাত বারাকাত নেয়ামত লাভ করতে পারি !! হাসেমীর ফুযুযাত কামালাত নেয়ামত হাসিল করতে পারি !!!

!!! আমিন !!!